আহ্‌মদী

সপ্তম বর্ষ | ডিসেম্বর, ১৯৩৭ | দ্বাদশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ط

হে প্রভো! তুমি তোমার উপরোক্ত বাণীতে ওয়াদা করিয়াছ যে, তুমি 'মুত্তাকী' (ধর্ম্মভীরু) * ও 'মুহ্‌সেন' (পরোপকারী) † লোকদের সঙ্গে আছ। তের শত বৎসর পূর্ব্বে তুমি তোমার এই আশ্বাস বাণী হজরত রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছিলে, পুনঃ এযুগে তাহা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতিও অবতীর্ণ করিয়াছ। তোমার ওয়াদা কখনো ভঙ্গ হইবার নয়। তাই, আজ নূতন করিয়া তোমার এই ওয়াদা পাইয়া বুক ভরা সাহস নিয়া আমরা সত্যের সেবায় ব্রতী হইয়াছি। এই অধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে ও ইসলামের দুরবস্থার যুগে তোমার প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে তোমার এই বাণী পুনঃ শ্রবণ করাইয়া পুনঃ 'তাকুয়া' অবলম্বন করিবার জন্য (অর্থাৎ আত্ম-সংশোধন করিবার জন্য) 'এবং এহ্‌সান' করিবার জন্য (অর্থাৎ ইসলামের বাণী পৌছাইয়া জগতের সেবা করিবার জন্য) আহ্বান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছি এবং ইসলাম বা সত্যের প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছি। এই মহান কার্য্যে তুমি আমাদের সহায় হও এবং আমাদিগকে 'কাম্‌ইয়াব' (কৃতকার্য্য) কর। তুমি আমাদিগকে প্রকৃত 'মুত্তাকী' ও 'মুহ্‌সেন' হইবার, অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি অর্জ্জনের ও নিজ চরিত্র গঠনের এবং তোমার বাণী শুনাইয়া মানব জাতির সেবা করিবার তৌফিক দাও। হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাদিগকে তোমার আপন 'ফজল' বা অনুগ্রহে তোমার এই ওয়াদার 'মুস্তাহেক' হইবার এবং তোমার সাহায্য লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার তৌফিক দাও। প্রভো! তুমি বড়ই দয়ালু, তুমি আর্‌-হামুর্‌-রাহেমীন্‌; তুমি 'গাফ্‌ফার', তুমি 'সাত্তার'; তুমি আমাদের দোষত্রুটি মার্জ্জনা কর এবং আমাদের দুর্ব্বলতা দূর রক, সকল সময়, সকল অবস্থায়, সম্পদে বিপদে তুমি আমাদের সাথী হও, এবং আমাদের সকল কার্য্যে সফলতা প্রদান কর—আমীন, সুম্মা আমীন।

* যাহারা খোদা'তালার অসন্তুষ্টিকে সর্ব্বাধিক ভয় করে।

† যাহারা কেবল খোদাতা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পরোপকার করে।

হজরত আমীরুল্-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) আদেশ

তাহরিক জদীদ ও সালানা জলসা

১। বন্ধুগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, এ বৎসর তাহ্‌রিক জদীদের এক স্থায়ী ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত করার কারণে তাহরিক জদীদের আর্থিক অবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ তাহ্‌রিক জদীদের ব্যয় নির্ব্বাহই কঠিন বোধ হইতেছে, অথচ ধারও করা হইয়াছে।

২। এখনও বন্ধুগণের নিকট তাহ্‌রীক জদীদের টাকা বাকী আছে, এবং ওয়াদা পূর্ণ করিবার সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে।*

৩। যদি বন্ধুগণ তাহাদের গত বৎসরের এবং চলিত বৎসরের প্রতিশ্রুত টাকা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দেন তবে আল্লাহ্‌তা'লার 'ফজলে' যাবতীয় কার্য্য অবাধে চলিতে পারে।

৪। এইটি তাহ্‌রিক জদীদের প্রথম পর্য্যায়ের শেষ বৎসর। এ বৎসর বন্ধুগণের উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত, যেন আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে আরো কোরবানী করিবার তৌফিক দেন।

৫। শত্রু হয়ত আমাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া পুনর্ব্বার আক্রমণ কয়িতে উদ্যত হইয়াছে। তাহাকে আমাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাহার আশা অলীক কল্পনা বৈ আর কিছুই নহে।

৬। ভ্রান্ত মানবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বিশেষ পুণ্য কর্ম্ম। নিষ্ঠাবান বন্ধুগণের উচিত যে, তাঁহারা নিজ নিজ বন্ধুগণকে হুশিয়ার করিয়া তাঁহাদের ওয়াদা পূর্ণ করাইয়া দেন।

৭। সময় কম, কাজ অধিক। পুনরায় দ্বিতীয়বার পুণ্য কর্ম্ম সাধন করিবার সুযোগ, লাভ হয়, কি না হয়, তাহা কে জানে? অতএব অদ্যই খোদাতা'লার ধর্ম্মের সাহায্য কল্পে দণ্ডায়মান হও। যে ব্যক্তি কর্ম্মে তৎপরতা অবলম্বন করে, খোদাতা'লা তাহাকে 'সোয়াব' প্রদানেও তৎপর হন।

৮। বাৎসরিক জলসার চাঁদার আহ্বান করা হইয়াছে। † কয়েক বৎসর যাবৎ এই ফণ্ড ঋণগ্রস্থ হইয়া আসিতেছে। বন্ধুগণ এই তাহ্‌রিকও সফল করিবার চেষ্টা করিবেন।

হে খোদা, যে তোমার ধর্ম্মের সহায়তা করে, তুমি তাহাকে সাহায্য কর, আমীন!

---

* বঙ্গদেশবাসী আহ্‌মদীদের জন্য ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩৮ ইং ওয়াদা পূর্ণ করিবার শেষ তারিখ।

† প্রত্যেক ব্যক্তির এক মাসের আয়ের শতকরা ১৫৲ টাকা এই চাঁদার জন্য ধার্য্য করা হইয়াছে।

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অমৃত বাণী

মোমেনের দুই তরবারী—সত্যবাদীতা ও ধৈর্য্য

সত্যবাদীতা—অকর্ম্মণ্য দুনিয়ার বা সংসারলিপ্ত লোক বলে, 'মিথ্যা ছাড়া চলা যায় না'। ইহা নিরর্থক কথা। সত্য দ্বারা যদি চলা না যায় তবে মিথ্যা দ্বারা কখনো চলা যাইবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই হতভাগারা খোদাতা'লার 'কদর' করে না। উহারা জানে না যে, খোদাতা'লার 'ফজল' (অনুগ্রহ) ব্যতীত মানুষ কখনো চলিতে পারে না। উহারা মিথ্যার অপবিত্রতাকে আপন উপাস্য ও সঙ্কটাত্রাণকারী মনে করে। এই জন্যই খোদাতা'লা কোরান শরীফে মিথ্যাকে পৌত্তলিকতার অপবিত্রতার সহিত তুলনা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।...যে ব্যক্তি সত্যকে বর্জ্জন করিয়া 'খেয়ানত' বা অন্যায়াচরণ করতঃ মিথ্যাকে অপরাধের আশ্রয়স্থল জ্ঞান করে, সে মহা ভুল করে। মিথ্যা দ্বারা ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক ভাবে কোন উপকার হয় বলিয়া মানুষ হয়ত ধারণা করিতে পারে, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, **মিথ্যা অবলম্বন করার ফলে মানুষের হৃদয় অন্ধকার হইয়া যায়** এবং অন্তরদেশে এক প্রকার উই লাগিয়া যায়। (আল্‌হেকম, ১৭, ২৪ এপ্রিল, ১৯০৫)।

ধৈর্য্য—মাননীয় সাহাবাগণ (রাঃ) যখন শত্রুদের সম্মুখীন হইতেন তখন এরূপ বোধ হইত যেন স্বয়ং মৃত্যু অশ্বোপরি আরোহণ করিয়াছে এবং তাঁহারা মনে করিতেন যে, এক মাত্র মৃত্যুই তাঁহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বৃথা বাক্য পছন্দ করেন না। তিনি হৃদয়ের অন্তর্গত অবস্থা দেখেন যে, উহাতে ইমান কতটুকু। ইমান দৃঢ় হইলে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সৃষ্ট হয়। তখন মানুষ নিজ জীবন, বা ধনকে ইমানের তুলনায় প্রিয়তর জ্ঞান করিতে পারে না এবং ধৈর্য্য এরূপ বিষয় যে, উহা ভিন্ন কোন কার্য্য 'কবুল' (গৃহীত) হয় না। **ধৈর্য্য লাভ হইলে স্বর্গীয় 'এনামাতের' (আশীষের) দ্বার উন্মুক্ত হয়, দোয়া কবুল হয়, আল্লাহ্ তা'লার সহিত বাক্যালাপের সম্মানও লব্ধ হয়; এমন কি ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির হস্তে অলৌকিক ক্রিয়াদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।**

(আল্‌হেকম, ১৩ জানুয়ারী, ১৯০ ইং)

উঠ ও কিছু সেবা কর

দুনিয়া দুদিনের ও পরকাল খোদাতা'লার সহিত

بیدار شو گر عاقلی دریاب گر اهل دلی -
شائد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را

যদিও আমরা রসুল করীমের (সাঃ) পথে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত এবং আমাদের প্রাণবলি দ্বারা কিছু সাধিত হইলে আমরা আমাদের রক্তদান করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি (প্রার্থনা এই যে) খোদাতা'লা সকলকেই ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য জাগ্রত করুন এবং এই সেবা কার্য্যের জন্য তিনি তাঁহাদের হৃদয়ে এল্‌হাম (প্রেরণাদান) করুন।

سرکه نه درپائے عزیزش رود بارگران است
کشیدن بدوش

বর্ত্তমানে অর্থের আবশ্যক, যাহা আমাদের নিকট নাই। সামাজিক কাজ সমাজের চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হয়। ভ্রাতাগণ! তোমরা দেখিতে পাইতেছ, ইসলাম উদ্যানের চতুর্দ্দিকে কত শত্রু রাখা হইয়াছে এবং ইস্‌লাম সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করা হইয়াছে এবং আমাদের প্রিয় নবী, আমাদের প্রিয়তম রসুল-শ্রেষ্ঠের (সাঃ) প্রতি কত কিছু মিথ্যা আরোপ করা হইতেছে, এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য কতপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। **হে ভ্রাতগণ! আজই সেই দিন যে দিন দরিদ্রের প্রার্থনা, জ্ঞানীর জ্ঞান ও ধনীর ধন ইস্‌লামের সম্মান প্রতিষ্ঠা ও নবী করীমের (সাঃ) মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করিবার জন্য এরূপ প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করা উচিত** যেমন কোন বিষয়লিপ্ত আঁধার-হৃদয় ব্যক্তি স্বীয় কোন প্রিয় সন্তানের বিবাহের জন্য প্রাণ খুলিয়া আপন প্রিয় অর্থ ব্যয় করে, কিম্বা যেমন কোন অজ্ঞ ধনাঢ্য ব্যক্তি স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তির প্রাসাদ প্রস্তুত করিবার জন্য ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অতএব উঠ এবং কিছু 'খেদ্‌মত' কর; কারণ, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও পরিণাম খোদাতা'লার সহিত। যদিও এই অধমের অনুপরমাণু এই অন্ধকারময় যুগে আল্লাহ্ জল্লশানুহু এবং তাঁহার রসুলের (সাঃ) মাহাত্ম্য ও সত্যতা প্রকাশ করিয়া ইস্‌লামের গৌরবের দিন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্দীপ্ত, তথাপি যে সকল বিষয় অর্থব্যয়ের উপর নির্ভর করে সে সকল ব্যাপারে কি করা যায়? খোদাতা'লা অনুকম্পা করুন; বর্ত্তমানে যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি শৈথিল্যরূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয় তবে ইহা 'মৌলা করীম' (খোদাতা'লা) ও রসুল করীমকে (সাঃ) প্রীত করিবার কেমন উত্তম ও 'মোবারক' (আশীষময়) দিন!

بیدار شو گر عاقلی و دریاب گر اهل دلی
شاید که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را

(তবলীগে রেসালাত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৫)

হজরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়ালের (রাঃ) কয়েকটি উক্তি

(১)

খোদাতা'লার সঙ্গ তত্ত্ব *

আমাদের 'চিন্তা' আমাদের মস্তিষ্কেও থাকে এবং অন্যত্রও বিচরণ করে। সেইরূপ, খোদাতা'লার 'নজুল' (অবতরণ) সম্বন্ধে জ্ঞান করিবে। ইহাতে, না "আরশে উপবেশন" ব্যাপারে পরিবর্ত্তন' ঘটে, না 'স্থান পরিবর্ত্তন' প্রয়োজন হয়। তারপর, স্বপ্নের আশ্চর্য্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য কর। তাঁহার 'নজুল' বা অবতরণের জন্য শরীরের প্রয়োজন নাই, ইহা সুস্পষ্ট। হজরত মূসা (আঃ) বলিয়াছিলেন,—ان معی ربی سیهدین। (অর্থাৎ, "আমার 'রাব্' আমার **সঙ্গে** আছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন এবং গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবেন")। হজরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ان الله معنا। (নিশ্চয়ই খোদা আমাদের **সঙ্গে** আছেন)। সুতরাং, জানা যায়, খোদাতা'লার কাহারো সঙ্গে থাকা এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকা একই রকম নয়; কোন না কোনরূপ পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। নতুবা স্বীকার করিতে হইবে, যে ভাবে আল্লাহ্ তা'লা হজরত মূসার (আঃ) সহিত ছিলেন, সেই প্রকারে তিনি ফেরাউনের সঙ্গেও ছিলেন।

আমরা বিশ্বাস করি, আঁ-হজরতের 'মে'রাজ' হইয়াছিল। জাগ্রতাবস্থাও ছিল এবং শরীরও সঙ্গে ছিল; কিন্তু ইহার 'প্রকৃতি' কিরূপ ছিল, তাহা স্বতন্ত্র বিষয়। 'মে'রাজে' আঁ-হজরত (সাঃ) বেলালকে বেহেস্তে তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে দেখিয়াছিলেন। বেলালের পায়ের জুতার শব্দও তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। ইহা চিন্তনীয় বিষয়।

দেখ, 'বসা' একটি শব্দ। ইহার কত অর্থ হয়.—'দে'ওয়াল বসিয়া গিয়াছে', 'বাদ্‌শাহ তক্তে (সিংহাসনে) বসিয়াছেন'. 'কাহারো প্রেম মনে বসিয়াছে', 'মহাজন বসিয়া পড়িয়াছে' (অর্থাৎ, দেওয়ালিয়া হইয়াছে), 'কোন কথা আমাদের চিত্তে বসিয়াছে'—এই সকল 'বসাই' এক নয়, ইহা সুস্পষ্ট।

খোদাতা'লার সত্তা 'ওরা-ওল্-ওরা' বা 'পরাৎপর' (beyond the beyond); তিনি ليس كمثله شئ (অনুপমেয়)। এ নিমিত্ত তাঁহার 'বসা' ও তাঁহার '**সঙ্গত্ব**' **অন্যবিধ, অনুপমেয়।** আল্লাহ্ তা'লাকে **অন্য কিছুর সহিত অনুমান করিতে নাই।** খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যত প্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তাহার ইহাই কারণ যে, খোদাতা'লার সত্তাকে মানুষ অনুমান করিয়া নেয় এবং কোন না কোন জিনিষের ন্যায় তাঁহাকে মনে করে।

(২)

কেরাণ শরীফের রুকু †

আঁ-হজরত (সাঃ) নামাজে কোরান শরীফ পড়িতে পড়িতে রুকু' যাইলে সেখানেই 'রুকু' চিহ্নিত করা হইত। ইহা স্বাভাবিক আবেগের উপর নির্ভর করিত।

(৩)

গোনাহ্‌গারের (পাপীর) শ্রেণীবিভাগ †

প্রথম শ্রেণীর গোনাহ্‌গার 'গাফেল' (উদাসীন) থাকে। তাহারা ইহা বুঝিতেই পারে না যে, তাহারা গোনাহ্ করিতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গোনাহ্‌গার গোনাহ্ করে, কিন্তু পরে অনুশোচনা, ক্রন্দন, খোদাতা'লার ভয়ে অশ্রুপাত ও বিলাপ করিয়া থাকে; এরূপ গোনাহ্‌গার 'তায়েব্', অর্থাৎ পাপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর গোনাহ্‌গার গাফেলও থাকে না, অথচ গোনাহ্‌ও করে; কোন চাঞ্চল্য, ভয় বা উদ্বেগ অনুভব করে না। তাহারা নানা ওজর ও বাহানার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে। সুতরাং, আত্ম পরীক্ষা কর।

(৪)

আমলের বা কর্ম্মের মাপ-কাঠি †

'আমলে' (কর্ম্মে) 'এখ্‌লাস' ও 'সওয়াব' থাকা চাই, নচেৎ 'আমল' ব্যর্থ হইবে। **'এখ্‌লাস্' হইতেছে শুধু আল্লাহ্-তা'লারই সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, অন্য কোন আকাঙ্খা বা ইচ্ছা না থাকা, কাহাকেও দেখান, কাহারো নিকট কোন আশা করা, বা কাহারো ভয়ে কাজ করিবার প্রেরণা না হওয়া।**

'সওয়াব' অর্থ রসুল করীমের কার্য্য-পদ্ধতি ও সুন্নত অনুযায়ী তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক চলা। যদি তন্মধ্যে কোন একটী 'নেকীর' অভাব হয়, তবে 'আমল' (ধর্ম্মপালন) পণ্ডশ্রম হইবে। (আলহাকাম, ১৯০৩, ৩১শা মে, ৩য় পৃঃ)।

---

* ১৯১১ ইং ২৩শা নবেম্বর তারিখের 'বদর' পত্রিকা হইতে মৌলবী আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনওয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত—

† ১৯০৩ ইং, ৩১শা মে তারিখের আল্‌হাকাম পত্রিকা হইতে মৌলবী আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত—সঃ আঃ

সত্যের প্রভাব

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পুণ্যময় জীবনের কতিপয় ঘটনা।*

যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মানব জীবনের সৃষ্টি, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন দার্শনিক এবং বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নটি এই—"মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে কি?" মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খোদাতা'লা বলেন :—

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

অর্থাৎ, "আমি পূর্ব্বাপর বড় ছোট সকল মানুষ শুধু আমার উপাসনার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি।" প্রকৃত 'আবেদ' বা উপাসক হওয়ার জন্যই মানবের জীবন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন,—বাস্তবিকই কি মানুষ এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে? সে কি এমন উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, সে 'খোদার উপাসক' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য? তারপর তাঁহারাই উত্তর করেন "না"। তৎপর, তাঁহারা প্রশ্ন করেন, যদি মানুষের কোন স্রষ্টা থাকিত, তবে তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না কেন? স্মরণ রাখিতে হইবে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই আল্লাহ্‌তা'লার নবিগণ আগমন করেন। তাঁহারা জগতে এমন পুণ্যধারা প্রবাহিত করেন যে, শত্রুগণও তাহাতে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সেই সময় লাভের জন্য যদি সহস্র দিনও অপেক্ষা করিতে হয় তাহাও অকিঞ্চিৎকর।

নবীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

নবিগণের আবির্ভাব কাল এমন মহামূল্যবান যে, যতই তাহার সমাদর করা হউক না কেন, তাহা অল্প। আল্লাহ্‌তা'লা নবিগণের আগমনের যুগকে 'লায়লাতুল্‌-কদর' বা সম্মানিত রাত্রি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন :—

ليلة القدر خير من الف شهر

"সেই এক রাত্রি সহস্র রজনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" অন্য কথায় যদি এক শতাব্দীর জগদ্বাসীও এই এক রজনীর জন্য 'কোরবান' করা হয়, তথাপি সেই কোরবানী, নবিগণের দ্বারা জগৎ যে মহাকল্যাণ লাভ করে তাহার তুলনায় কিছুই নয়। এই বাণী দ্বারা মোমেনগণকে নবুয়তের যুগের সম্মান করিতে বলা হইয়াছে।

কিছু কাল হইল আমি 'আমলের এস্‌লাহ্‌' (কর্ম্ম-সংস্কার) সম্বন্ধে কয়েকটি খোৎবা প্রদান করিয়াছিলাম। যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের বড় বড় কোরবানী আবশ্যক। 'আকিদা' বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস হিসাবে, আমরা জগতে আমাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখন 'আমলের' (কর্ম্মের) দিক দিয়া ইস্‌লামের প্রাধান্য স্থাপন আবশ্যক। কারণ, তাহা ছাড়া শত্রুদের উপর পূর্ণ প্রভাব লাভ করা যাইতে পারে না। আমলের এক স্থূল দৃষ্টান্ত—সত্যবাদীতা। শত্রুগণও ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না।

আদালতে ভ্রাতার মোকদ্দমায় প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র (আঃ) সাক্ষ্য দান

আন্তরিকতা ও ইমান শত্রুদের চক্ষে পড়ে না, কিন্তু সত্যবাদীতা ও সত্যনিষ্ঠা তাহারা দেখিতে পায়। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) 'রেসালত' (প্রেরিত্ব) লাভ করিবার পূর্ব্বেকার একটী ঘটনা আছে। পারিবারিক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য একটি মোকদ্দমা করা হইয়াছিল। সদর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার দপ্তর সমূহ বর্ত্তমানে যে বাড়ীতে আছে, উহার সংলগ্ন ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের বাড়ীর অন্তর্গত ছিল, কিন্তু বহু দিন যাবৎ সেই বাড়ীওয়ালাগণ ইহা দখল করিতেন। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) বড় ভাই সাহেব ইহার জন্য মোকদ্দমা করিলেন। দুনিয়াদার বা বৈষয়িক ব্যক্তিগণ ভূম্যাদি সম্বন্ধে মোকদ্দমা থাকিলে, তাহাতে তাহাদের স্বত্ব আছে মনে করিলে, তাহা উদ্ধারের জন্য সত্য মিথ্যা সর্ব্বপ্রকার সাক্ষ্য উপস্থিত করে। তিনিও তাঁহার স্বত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সত্য মিথ্যা সাক্ষ্য সরবরাহ করিলেন। ইহাতে সেই বাড়ীওয়ালাগণ আদালতে এই কথা উপস্থিত করিলেন যে, তাহাদের অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই, বাদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাক্ষ্যই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি যাহা বলিবেন তাহারা তাহাই মান্য করিবেন। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) 'সাক্ষী স্বরূপ' আদালতে উপস্থিত

* হজরত আমীরুল্‌-মোমেনীন খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌র (আইয়েদাহুল্লাহ তা'লা) প্রদত্ত জুমার খোৎবার সার—মৌলবী আবু হামেদ মোহম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সেই বাড়ীওয়ালাগণ বহুদিন যাবৎ সেই ভূমির উপর দিয়া যাওয়া আসা করিতে ও তাহাতে বসবাস করিতে তিনি দেখেন কি না? তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ"। ইহাতে আদালত তাহাদের সাপক্ষে ডিক্রি দিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহাতে অপমান বোধ করিলেন এবং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তিনি বলিলেন, "বিষয় ত তাহাই, আমি কিরূপে অস্বীকার করিতে পারিতাম।"

ডাক বিভাগের মোকদ্দমা

তদ্রূপ আর একটি ঘটনা আছে,—তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল যে, তিনি ডাক বিভাগকে প্রতারণা করিয়াছেন। এই মোকদ্দমার ইতিবৃত্তি এই—তখন আইন ছিল, যদি কেহ কোন প্যাকেটে কোন পত্র প্রেরণ করে, তবে তাহা ডাক বিভাগকে প্রতারণা বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ফৌজদারীতে সপোর্দ্দের যোগ্য হইবে। এখন সেই আইন রহিত। ঘটনাক্রমে তিনি এক প্যাকেট প্রবন্ধ কোন পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। উপরোক্ত আইনের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া একটি পত্রও তৎসঙ্গে দেন। তাহা সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধেই ছিল। মুদ্রনাদি বিষয়ে তাহাতে নির্দ্দেশ ছিল। প্রেসওয়ালাগণ, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টান ছিল। তাহারা এ বিষয়ের রিপোর্ট করিল। ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিল। তাঁহার উকীল বলিলেন, "রিপোর্টকারিগণের শত্রুতা প্রকাশ্য বিষয়। সেজন্য তাহাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। যদি আপনি অস্বীকার করেন, তবে কিছুই হইবে না।"

তখন অধিকাংশ মোকদ্দমায় তাঁহার পক্ষে গুরুদাসপুরের উকীল সেখ আলী আহ্‌মদ সাহেব উপস্থিত হইতেন। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পুণ্যময় জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দাবীর পরেও তিনি আহ্‌মদী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাল মত পোষণ করিতেন। তিনি হজরত মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) বলিলেন, "অন্য কোন সাক্ষ্য ত নাই, বিশেষতঃ, পত্রটি সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধেই ছিল এবং ইহাকে প্রবন্ধের অংশ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে; অতএব মিথ্যা না বলিয়াই বলিতে পারেন যে আপনি ত প্রবন্ধই পাঠাইয়াছিলেন, কোন পত্র দেন নাই।" কিন্তু তিনি তদ্রূপ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "এরূপ হইতে পারে না, যাহা আমি করিয়াছি, তাহা কিরূপে অস্বীকার করিতে পারি?" তিনি আদালতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "প্রবন্ধ সঙ্গে আপনি কোন পত্র পাঠাইয়াছিলেন কি না?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ"।

এই সত্যনিষ্ঠা দ্বারা অন্যান্যগণত প্রভাবান্বিত হইলই, স্বয়ং আদালত এমন প্রভাবান্বিত হইলেন যে, তিনি অব্যাহতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "আইনের খুটিনাটি (Technicality) সংক্রান্ত অপরাধে এমন সত্য-নিষ্ঠ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না।"

সত্যের প্রভাব

মোকদ্দমায় এইরূপ ব্যাপার বহুবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ফলে, যে সমস্ত উকীল ঐ সমস্ত মোকদ্দমায় কাজ করিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কোন এক মোকদ্দামায় তিনি সেখ আলী আহ্‌মদ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করেন নাই; ইহাতে সেখ সাহেব মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) পত্র লিখিলেন, "দুঃখের বিষয় আপনি এই মোকদ্দমায় আমাকে উকীল নিযুক্ত করেন নাই। আমি অর্থের জন্য এই দুঃখ প্রকাশ করিতেছি না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি একটি সেবা হইতে বঞ্চিত রহিলাম।"

সত্য-নিষ্ঠা ও সাধুতা দ্বারা শত্রুগণও প্রভাবান্বিত না হইয়াই পারে না। সেখ আলী আহ্‌মদ সাহেব শেষ পর্য্যন্ত গয়ের আহমদী ছিলেন। তিনি বয়েত গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বাহ্যিকভাবে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আহমদিগণ অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। ইহার কারণ, তিনি তাঁহার সত্য-নিষ্ঠা স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। শুধু তিনি নহেন, যাঁহারাই তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহার অনুরক্ত ছিলেন।

ঝেহ্‌লমের মোকদ্দমা

ঝেহ্‌লমে মৌলবী করম এলাহী সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে (মান ভঙ্গের) মোকদ্দমা দায়ের করিলে, লালা ভীম সেন নামক হিন্দু উকীল তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, তাহার ছেলে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসিয়াছেন, তিনি চান তাহার ছেলে তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। সেই জন্য তাহার ছেলে সেই মোকদ্দমায় উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি অনুমতি চাহিলেন। যে ছেলে সম্বন্ধে তিনি এই পত্র

লিখিয়াছিলেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন। পূর্ব্বে 'ল' কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, পরে জুম্মন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। এখন সেখান হইতেও অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা সেই আবেদন জানাইবার কারণ এই ছিল যে, সিয়ালকোটে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সঙ্গে তিনি কিছু কাল একত্রে ছিলেন। তিনি তাঁহার সত্য-নিষ্ঠা এবং সাধুতা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সাধুতা পরম ধন। ইহাদ্বারা শুধু আপন জনই নহে, শত্রুগণও প্রভাবান্বিত হয়।

নবিগণের আদর্শ

নবিগণ জগতে সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতা স্থাপন করেন। তাঁহাদের আদর্শ দেখিয়া কেহ প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না। লোকে তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিতে বাধ্য হয়। রসুল করীম (সাঃ) আবির্ভূত হইয়া তোপ ও মেশিন-গান্‌ আবিষ্কার করেন নাই, ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন নাই, কিম্বা শিল্পাদির জন্য কল-কব্জা নির্ম্মাণ করেন নাই। তিনি জমাতকে কি দিয়াছেন? তাঁহার প্রতি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি কোন্‌ বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত হইয়াছে? শুধু **সত্য-নিষ্ঠা** ও **উন্নত চরিত্র** প্রতিষ্ঠিত করা; পূর্ব্বে তাহা লোপ পাইয়াছিল; তিনি তাহা উদ্ধার করিয়া জগতকে পুনঃ দান করেন। সাহাবাগণ (রাঃ), এবং তাঁহাদের সন্তানগণের প্রতি ইহারই রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত ছিল।

আরবে 'অহি-এল্‌হাম' অপরিচিত ছিল। সেজন্য রসুল করীম (সাঃ) সর্ব্বপ্রথম 'অহি' প্রাপ্ত হইয়া বিচলিত হইলেন। তাঁহার প্রতি আদেশ হইল সমগ্র জগতকে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দিতে। তিনি কিরূপে এই মহাদায়িত্ব পূর্ণ করিবেন, এই শঙ্কা হইল। এই মহা-উদ্বেগ লইয়া তিনি হজরত খাদিজার নিকট গমন করিলেন। অতীব মানসিক চিন্তায় তিনি শীত বোধ করিতে ছিলেন। এমন কি, তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "আমাকে কাপড়ে আবৃত কর, আমাকে কাপড়ে আবৃত কর।" হজরত খাদিজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কষ্ট কিসের। তখন তিনি তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। ইহাতে হজরত খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, "কখনও নয়, কখনও নয়, খোদা সাক্ষী, আপনি কখনও অপমানিত হইবেন না। কারণ, আপনার মধ্যে অমুক অমুক গুণ আছে, তন্মধ্যে একটি গুণ—تكسب المعدوم—অর্থাৎ, "জগৎ হইতে যে সমস্ত গুণ অন্তর্হিত হইয়াছে, আপনি তাহা প্রকাশ করিতেছেন। আপনি সেই হারাণ ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। খোদা আপনাকে কিরূপে বিনষ্ট করিতে পারেন?"

নবিগণের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার প্রভাব

নবিগণের আগমনের ইহাই উদ্দেশ্য এবং এই 'আমানতই' মোমেনগণের সপোর্দ্দ করা হয়। ইহার রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অবশ্য খাঁটি প্রেম বশতঃ নবিগণ মোমেনদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবিগণের প্রভাবের কারণ তাঁহাদের সেই জ্যোতিঃ, সেই 'নূর' যাহা জগতময় বিকীর্ণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা আবির্ভূত হন। তাঁহারা খোদাতা'লার যে বাণী প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহাদিগকে সমুন্নত করে। নবিগণের সহচরগণ তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বীয় প্রাণদান করেন, এমতাবস্থায় তাঁহারা যে বাণী নিয়া আসেন তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকেন।

সাহাবাগণের (রাঃ) প্রেম ও আত্মত্যাগ

রসুল করীমের (সাঃ) প্রাণ রক্ষার জন্য সাহাবাগণ যে সমস্ত কোরবানী করিয়াছেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং তাঁহাদের প্রেম সন্দর্শনে আজিও অন্তরে প্রেমের প্রবাহ সমুত্থিত হয়।

(১) ওহুদ যুদ্ধ কালে, ঘটনাক্রমে কেবল মাত্র এক জন সাহাবী রসুল করীমের (সাঃ) সঙ্গে রহিলেন। অন্য সকলেই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। শত্রুগণ মুসলধারে প্রস্তর-বর্ষণ ও শর-নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। সেই সাহাবী (রাঃ) তাঁহার হস্ত হুজুরের (সাঃ) পবিত্র মুখ মণ্ডলের সম্মুখে ধারণ করিলেন। সেই হস্তে এত তরবারী আঘাত করিল এবং এতগুলি শরবিদ্ধ হইল যে চিরতরে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

একবার এই সাহাবীকে (রাঃ) কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই হস্তে কি হইয়াছে? তখন তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তখন তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি কি 'উঃ' পর্য্যন্ত করেন নাই? তিনি কি সুন্দর উত্তর করিলেন! তিনি বলিলেন, "এরূপ নিদারুণ কষ্ট ছিল যে, 'উঃ' আপনাপনি আসিতেছিল, কিন্তু আমি তাহা প্রকাশ পাইতে দেই নাই। কারণ "উঃ" 'আহা' করিলে হস্ত অবশ্য নড়িত এবং তাহাতে কোন শর রসুলকরীমের (আঃ) মুখ মণ্ডলে বিদ্ধ হইত। ভাব, এসম্বন্ধে চিন্তা কর, নিজের প্রতি লক্ষ্য কর।

(২) আরো একজন সাহাবীর এইরূপ (রাঃ) আদর্শ আছে। তাহাও ওহুদ যুদ্ধকালে প্রদর্শিত হয়। ওহুদ যুদ্ধ কালে কোন কোন সাহাবী পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হওয়ার পর পুনরায় ব্যূহ স্থাপন করেন। তখন রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "শহীদ ও আহত ব্যক্তিগণকে দেখ।" ইহাতে কোন কোন সাহাবা যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে গেলেন। একজন সাহাবী দেখিতে পাইলেন, একজন সাহাবী আহতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। তিনি তাঁহার নিকটে গেলেন। দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বাহু ও পদদ্বয় খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত। ইহাতে আরো অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মীয় পরিজনের নিকট কোন সংবাদ থাকিলে বলুন, আমি পৌঁছাইয়া দিব। সেই আহত সাহাবী বলিলেন, "কোন বন্ধু এদিকে আসেন কিনা আমি এ অপেক্ষায়ই ছিলাম।" আমার পরিজনের নিকট একটি সংবাদ আছে। আপনি তাহাদিগকে ইহা পৌঁছাইয়া দিবেন। হজরত মোহাম্মদ রসুলাল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের অমূল্য সম্পদ। যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত ছিলাম, প্রাণ দিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। এখন আমি বিদায় হইতেছি। আমি আশা করি, তাহারা আরো বৃহৎ ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবে।"

ভাবিয়া দেখ, অন্তিমকালে যখন তিনি জানিতেন যে স্ত্রীপুত্রকে কোন সংবাদ দেওয়ার জন্য এখন ভিন্ন আর কোন সময় নাই, যখন মানুষের দেনা-পাওনা, সম্পত্তি-রক্ষা, ভাগ-বণ্টন নানা বিষয় এবং স্ত্রী-পুত্রের কিসে ভাল হইতে পারে, সেই সমস্ত চিন্তা প্রবল থাকে, তখনও সেই সাহাবী (রাঃ) ইহাই স্মরণ করিলেন যে, তিনি ত হজরত মোহাম্মদ রসুলল্লাহ্র (আঃ) হেফাজতের জন্য প্রাণদান করিতেছেন, এবং পরিজনের নিকটও ইহাই প্রত্যাশা করেন যে, তাহারাও তাহার পথে ব্রতী হইবেন এবং তাঁহার (সাঃ) প্রাণের তুলনায় নিজেদের প্রাণের কোন মায়া করিবে না। সুতরাং যাঁহারা আঁ-হজরতের ব্যক্তিত্বের জন্য এরূপ আত্মত্যাগ বা 'কোরবানী' করিতে পারিতেন, তাঁহারা তিনি যে **বার্ত্তা আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নিমিত্ত কি না ত্যাগ করিতে পারিতেন এবং তাহারা কি না করিয়াছেন ?**

রসুল করীমের (সাঃ) মৃত্যু-দৃশ্য

সাহাবাগণ এসম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি রসুল করীমের (আঃ) মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পরিব্যাপ্ত হইলে, সাহাবাগণ প্রগাঢ় ভালবাসা বশতঃ আত্মহারা হইলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন, এই সংবাদই মিথ্যা। কারণ এখনও তাঁহার মৃত্যুর সময় হয় নাই। কেননা, এখন পর্য্যন্ত কোন কোন মোনাফেক মোসলমানদের মধ্যে আছে। হজরত ওমরও (রাঃ) এই ধারণার বশবর্ত্তী হইলেন এবং তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, "যে কেহ বলিবে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে আমি হত্যা করিব। তিনি (সাঃ) স্বর্গে গমন করিয়াছেন, পুনরায় আগমন করিবেন এবং মোনাফেকদিগকে বধ করিবেন। তারপর, তাঁহার মৃত্যু হইবে।"

অনেক সাহাবা তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, আঁ-হজরতের (সাঃ) মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কাহাকেও বলিতে দিবেন না। বাহাদৃষ্টিতে ইহা প্রেমের নিদর্শন ছিল, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আঁ-হজরত (সাঃ) যে শিক্ষা আনয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তাহার বিরোধী ছিল। কারণ, কোরান শরীফে স্পষ্ট লিখিত আছে :—

افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

অর্থাৎ, "যদি রসুল করীম (সাঃ) মৃত্যুলাভ করেন, কিম্বা শহীদ হন, তাহা হইলে, হে মোসলমানগণ, তোমরা কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবে ?"

তাঁহারা হজরত আবুবকরকে (রাঃ) সংবাদ দিলেন। তিনি তখন মদিনা হইতে কয়েক মাইল দূরে কোথাও গিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্র মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আঁহজরতের মহাপবিত্র দেহ-রত্ন যে গৃহে রক্ষিত হইতেছিল, বরাবর সেখানে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার (সাঃ) মুখ মণ্ডল হইতে চাদর অপসারিত করিয়া দেখিলেন, সত্যই তিনি ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি নত হইলেন এবং আঁ-হজরতের (সাঃ) ললাট চুম্বন করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষণ আরম্ভ হইল। মহাপবিত্র দেহ-রত্নকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হওন ; আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে 'দুইবার মৃত্যু' দিবেন না ; অর্থাৎ একবার **প্রকাশ্য মৃত্যু**, আবার আপনার আনীত **শিক্ষার বিলোপ** সাধন এই দুই প্রকারের মৃত্যু দিবেন না। অতঃপর তিনি গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। সেখানে সাহাবাগণ সমবেত ছিলেন। তথায় হজরত ওমর (রাঃ) উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ঘোষণা করিতেছিলেন, "যে বলিবে যে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে কপট, মোনাফেক। আমি তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিব।" হজরত আবুবকর (রাঃ) সেখানে গেলেন, সকলকে চুপ

করিতে বলিলেন এবং হজরত ওমরকে (রাঃ) খুব জোরে বলিলেন, "চুপ করুন, আমাকে বলিতে দিন।" তৎপর তিনি এই আয়েত পাঠ করিলেন :—

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

অর্থাৎ, "মোহাম্মদ রসুলাল্লাহ (সাঃ) খোদার একজন রসুল মাত্র, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত রসুলগণই ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন, কিম্বা শহীদ হন, তাহা হইলে কি তাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে এবং ভাবিবে যে তাহাদের ধর্ম্মে ত্রুটি আছে?" তারপর, খুব উদ্দীপনা সহকারে বলিলেন, "হে মানবগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 'এবাদত' করে সে প্রফুল্ল হওক, আমাদের **খোদা জীবিত**, তিনি কখনও মরেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদ রসুলাল্লাহ্‌র (সাঃ) 'এবাদত' (উপাসনা) করে, সে মনে রাখুক, তিনি ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

হজরত ওমর (রাঃ) বলেন যে, হজরত আবুবকর (রাঃ) উপরোক্ত আয়েত পাঠ করিলে, তাঁহার বোধ হইতেছিল, যেন আকাশ বিদীর্ণ হইয়াছে, তাঁহার পদদ্বয় স্থানচ্যুত হইয়াছে এবং পায়ে কোন শক্তি নাই। তখন তিনি ভূপতিত হইলেন। অতঃপর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আঁ-হজরতের মৃত্যু হইয়াছে।

দেখ, আঁহজরতের (সাঃ) জন্য হজরত আবুবকরের (রাঃ) কত ভালবাসা ছিল। যেই মাত্র তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আত্মহারা হইয়া তাঁহার মহাপবিত্র-দেহরত্ন চুম্বন করিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, কিন্তু, অপর দিকে তিনি (সাঃ) **যে সত্য** আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা কত প্রিয় ছিল! হজরত ওমরের (রাঃ) ন্যায় মহাবীর অসি-হস্তে দণ্ডায়মান। আঁহজরতের (সাঃ) মৃত্যু হইয়াছে যে বলিবে, তিনি তাহার মুণ্ডপাত করিবেন। বহু সাহাবা তাঁহার সঙ্গে একমত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি নির্ভিকভাবে বলিলেন, "যে ব্যক্তি বলে যে, মোহাম্মদ রসুলাল্লাহ্‌ (সাঃ) জীবিত, সে অন্য কথায় তাঁহাকে খোদা মনে করে। আমি তাহাকে বলিয়া দিতেছি যে, তিনি ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যে খোদার উপাসনা করাইবার জন্য তিনি মহাগমন করেন সেই খোদা জীবিত।"

ইহাই ছিল সত্যের প্রভাব, যাহা মোহাম্মদ রসুলাল্লাহ্‌ (সাঃ) সাহাবাগণের অন্তরে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যে সাহাবাগণ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা সত্য জানিতে পারা মাত্র মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহারা স্বীকার করিলেন, "ইহা যথার্থ কথা, তিনি বাস্তবিকই ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

হজরতর আবুবকরের (রাঃ) প্রেম ও সত্য-নিষ্ঠা

হয়ত কেহ বলিতে পারে যে, আঁ-হজরতের (সাঃ) প্রতি হজরত আবুবকরের (রাঃ) পূর্ণ ভালবাসা ছিল না। একটি জাতি একথা বলিয়াও থাকে বটে। তাহারা বলে, আঁ-হজরতকে (সাঃ) সমাহিত করিবার চিন্তা আবুবকরের (রাঃ) হয় নাই, তিনি **'খলিফা নির্ব্বাচনে,** ব্যপৃত হইলেন, কিন্তু এই দোষারোপকারিগণ ভ্রান্তির উপর পরিচালিত। হজরত আবুবকর (রাঃ) যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শুধু আঁ-হজরতের (সাঃ) আনীত শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য করিয়াছিলেন। নতুবা রসুল করীমের (সাঃ) জন্য তাঁহার যে অসাধারণ প্রেম ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়।

আঁ-হজরত (সাঃ) অন্তর্দ্ধান হইবার পূর্ব্বে সিরিয়া দেশস্থ কোন কোন শত্রুর অন্যায়াচরণের প্রতিকারের জন্য একদল সৈন্য গঠিত করেন। সেই সৈন্য দল যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত আবুবকর (রাঃ) খলিফা হইলেন। অধিকাংশ সাহাবা এক মত হইয়া সেই সৈন্য দল প্রেরণ কিছুকাল রোধ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কারণ, আরবের সর্ব্বত্র হইতে বিদ্রোহের সংবাদ আসিতেছিল। মক্কা, মদিনা ও কেবলমাত্র একটি গ্রাম ব্যতীত কোথাও জমাতের সহিত নামাজ হইত না। লোকে 'জাকাত' দিবে না বলিয়া প্রকাশ করিল। সাহাবাগণ পরামর্শ করিয়া হজরত ওমরকে (রাঃ) হজরত অবুবকরের (রাঃ) নিকট প্রেরণ করিলেন, যেন তিনি সৈন্য দল প্রেরণ কিছুকাল স্থগিত রাখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কারণ, শুধু বৃদ্ধ ও বালকগণ মাত্র মদিনায় থাকিলে, তাঁহারা বিদ্রোহী সৈন্যদলের আক্রমণ কিরূপে রোধ করিবেন, কিন্তু হজরত আবুবকর (রাঃ) উত্তর করিলেন, "আবুকাহাফা তনয়ের কি এই শক্তি আছে যে, সে মোহাম্মদ রসুলাল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রেরিত সৈন্যদল রোধ করে? তোমরা কি চাও যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সর্ব্বপ্রথম আমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, তাহা হইবে তাঁহার বাঞ্ছিত সৈন্য দল প্রেরণ রোধ? খোদার শপথ, যদি বিদ্রোহিগণ মদিনায় প্রবেশও করে এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের শবসমূহ পথে পথে কুকুরগুলি টানাটানি করে, তথাপি সেই সৈন্যদল অবশ্য যাত্রা করিবে।"

ইহাতে জানা যায়, হজরতরসুল করীমকে (সাঃ) হজরত আবুবকর কত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার কিরূপ প্রেম ছিল। তিনি 'সিদ্দিকিয়তের' আধ্যাত্মিক পদে ছিলেন বলিয়া তিনি জানিতেন যে, তাঁহার আনীত শিক্ষা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। বস্তুতঃ রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবাগণ খোদাতা'লার প্রেরিত শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। এমন কি, শত্রুগণও স্বীকার করেন যে, সেই শিক্ষার একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। খৃষ্টান, হিন্দু, ইহুদি সকল বিরুদ্ধবাদিগণ একথা স্বীকার করেন যে, কোরান শরীফের একটি বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। প্রাথমিক যুগেই পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণ দ্বারা এই শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। এক বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইতে দেন নাই। শাব্দিক হিসাবেই নহে, অর্থগত হিসাবেও তাঁহারা কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেন নাই।

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) আবির্ভাব কেন ?

এযুগে আল্লাহ্‌তা'লা হজরত মসিহ্ মাউদকে (সাঃ) আবির্ভূত করিয়াছেন, যেন তিনি **উন্নত চরিত্র ও রসুল করীমের (আঃ) প্রেম প্রতিষ্ঠিত করেন এবং হজরত মোহাম্মদ রসুলাল্লাহ্‌র (সাঃ) আনীত শরীয়ত** প্রচলন করেন। আমাদিগকে স্মরণরাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে এসব সাহাবাগণের ন্যায় খোদাতা'লার প্রেরিত শিক্ষার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। আমাদের এবং অন্যান্য জাতিদের মধ্যে এমন পার্থক্য থাকা আবশ্যক, যেন ইহা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় যে, আমরা আমাদের' আমানত' রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) যুগে এইরূপ এক জমাত বিদ্যমান ছিল, কিন্তু প্রশ্ন এই যে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যেও সেই উদ্দীপনা আছে কি ? কোন বুদ্ধিমান কি কখনও এরূপ পছন্দ করিতে পারে যে, সে নিজে ত কোন উত্তম জিনিষ লাভ করে, কিন্তু তাহার বংশধর তাহা হইতে বঞ্চিত হয় ? তদ্রূপ যে ব্যক্তি হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) শিক্ষার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছে সে কি কখনো তাহার উত্তরাধিকারিগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া পছন্দ করিবে এবং তাহাদের জন্য তাহার বাড়ী ও ধন সম্পত্তি রাখিয়া যাওয়াই যথেষ্ট মনে করিবে ? কোরান শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—

ما الحيوة الدنيا الا لعب ولهو "ইহ জীবন খেলাধুলার ন্যায়"। কেহ কি চাহিবে যে, গভর্ণমেণ্ট তাহার ধনসম্পত্তি সকলই বাজেয়াপ্ত করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহার সন্তানদিগকে ছেড়া ফুটবল, ভাঙ্গা রেকেট, কিম্বা ভাঙ্গা হকি ষ্টিক্ প্রদান করেন ? আল্লাহতা'লা বলেন, জাগতিক বিষয়াদি সমস্ত খেলা ধূলার ন্যায়। ধর্ম্ম ও বৈষয়িক জীবনের মধ্যে পার্থক্য খেলা ধূলা ও খাটি জিনিষের পার্থক্য স্বরূপ। কেহ চাহিবে না যে, তাহার সন্তানেরা মূল্যবান কোন বস্তু না পাইয়া খেলাধূলার জিনিষ লাভ করে।

যদি কাহারও ছেলে মিথ্যা বলে, চুরি করে, কিম্বা অন্য কোন অন্যায় করে তবে তাহাদের সমর্থন করা উচিত নয়। এরূপ করা দুই ভাবে অপরাধ। প্রথমতঃ—ধর্ম্ম-শিক্ষা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা। যদি 'নেকীর' প্রকৃত মর্য্যাদা অন্তরে থাকে, তবে তাহা হইতে সন্তানদিগকে বঞ্চিত রাখা যায় না। যদি এ বিষয়ে শাস্তিও ঘটে, তথাপি তাহাদের অপরাধের সাহায্য করিতে নাই। আল্লাহ্‌তা'লা কোরান করীমে বলেন—

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان—

"নেকী ও তক্‌ওয়া, অর্থাৎ পুণ্য ও ধর্ম্মশীলতায় সাহায্য কর, কিন্তু অন্যায় ও গর্হিত বিষয়ে সাহায্য করিও না।" তারপর আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—

قوا انفسكم واهليكم نارا

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদিগকে ও তোমাদের পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।"

ধর্ম্মই আল্লাহ তা'লার শ্রেষ্ঠতম দান

আল্লাহ্‌তা'লা ধর্ম্মকে তাঁহার আশীষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যে জমাত ধর্ম্মকে জাগতিক সমস্ত বিষয়ের উপরে স্থান দিবে বলিয়া দাবী করে, তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন কোন লোক বিদ্যমান থাকা বড়ই পরিতাপের বিষয়, যাহারা সন্তানের ধর্ম্মবিষয়ক সুশিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন, এবং তাহাদের সন্তান কোন অন্যায় করিলে তাহারা তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে। এরূপ করিলে ইমান কোথায় থাকে ? এমন ব্যক্তির ধর্ম্ম আকাশে উড্ডীন হইয়া যায়।

হজরত মোহাম্মদ রসুলাল্লাহ্‌কে (সাঃ) দেখ ; একবার কোন কোন সাহাবা তাঁহার নিকট কোন অপরাধীর জন্য সুপারিশ করেন ; রসুল করীম (সাঃ) উত্তর করিলেন, 'খোদার দিব্য যদি আমার কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, তবে সেও দণ্ড লাভ হইতে অব্যাহতি পাইবে না।'

'তক্‌ওয়া-তাহারত,' আত্মার পবিত্রতা ও ধর্ম্মশীলতা এমন আশীষ, এমন 'নেয়ামৎ' যে, তাহা লাভ করিবার জন্য কোন

প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। **হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) হইতে আমরা যে মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা শুধু উন্নত নীতি ও চরিত্র, উচ্চ 'আখলাক'। আমাদের সন্তানকে ইহার উত্তরাধিকারী করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।** যদি ভ্রম বশতঃ ইহাতে কোন ত্রুটি ঘটে তবে মোমেনের কর্ত্তব্য অন্যায়ের প্রশ্রয় না দেওয়া এবং অন্যায়কারী হইতে পৃথক হওয়া। আল্লাহ্‌ তা'লা মোমেনদিগকে এমন আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কেহ বলিতে পারে না যে, এরূপ উচ্চ 'আখ্‌লাক' প্রদর্শন করা অসম্ভব।

কয়েকটি মহৎ আদর্শ

১। সৈয়দ হামেদশাহ সাহেব মরহুম একজন অত্যন্ত 'মুখ-লেস' (নিষ্ঠাবান) আহ্‌মদী ছিলেন। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) তাঁহাকে ১২ জন হাওয়ারির অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার সম্মুখে তাঁহার হাওয়ারিগণের নাম গণনা কালে তিনি তাঁহার নামও উচ্চারণ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উত্তম পরিণতিই তাঁহার উচ্চাসন সম্বন্ধে জলন্ত সাক্ষ্য।

একবার তাঁহার ছেলের হস্তে কেহ নিহত হয়, কিন্তু সেই হত্যাটি এমন অবস্থায় ঘটিয়াছিল যে, জনসাধারণ তাঁহার ছেলের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, হত্যাকৃত ব্যক্তিরই বাড়াবাড়ির ফলে ঝগড়া বাঁধে। তাঁহার ছেলে সেই ব্যক্তিকে ঘুসি দেয়, এবং ঘটনাক্রমে তৎক্ষনাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

তখন সিয়ালকোটে একজন ইংরাজ ডিপুটি কমিশনার ছিলেন। প্রভাব স্থাপনের জন্য কোন কোন হাকিম অপরাধ সাব্যস্ত হউক, আর নাই হউক, দণ্ড প্রদানের পক্ষপাতী থাকেন। তিনিও সেইরূপ একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাহার মনে হইল মীর হামেদ শাহ সাহেব তাহার দপ্তরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি তাহার পুত্রকে শাস্তি প্রদান করিলে তাহার সুবিচারের নাম পড়িয়া যাইবে।

তিনি শাহ্‌ সাহেবকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাস্তবিকই কি আপনার পুত্র খুন করিয়াছে?" তিনি বলিলেন, "আমি ত সেখানে ছিলাম না, কিন্তু শুনিয়াছি, সে-ই হত্যা করিয়াছে।" ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি তাহাকে ডাকাইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে বলুন, যেন লোকে জানিতে পারে যে, আমরা কাহারও পক্ষপাতিত্ব করি না।" শাহ্‌ সাহেব তাঁহার ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ?" সে বলিল, "হাঁ করিয়াছি।" তৎপর তিনি ছেলেকে বলিলেন, "তবে সত্য কথা স্বীকার করিয়া ফেল।" লোকে তাঁহাকে বলিল, "আপনার যুবক ছেলেকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইতে চাহিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন, "পর-জগতের শাস্তি ইহ-জগতের দণ্ড অপেক্ষা অনেক কঠোর হইবে।" তিনি তাঁহার ছেলেকে অপরাধ স্বীকার করিতে উপদেশ দিলেন।

খোদার মহিমা, তাঁহার ছেলেও স্বীকার করিল; কিন্তু সে উত্তম ক্রীকেট খেলোয়ার ছিল। যে ম্যাজিষ্ট্রের কোর্টে তাহার বিচার ছিল, তিনিও ক্রীকেট খেলোয়ার ছিলেন। ক্রীকেট ক্লাবে তিনি প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন। অতঃপর তিনি নিজেই পুলিশের সাক্ষীদিগকে এমনভাবে জেরা করিলেন যে, ছেলে নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইল। তিনি তাহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই অব্যাহতি দিলেন।

(২) এইরূপ অন্য একটি মোকদ্দমা কিছু দিন পূর্ব্বে সার চৌধুরী জফরুল্লাহ্‌ খাঁনের ভ্রাতা সম্বন্ধে ছিল। চৌধুরী সাহেব তখন বিলাতে ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে পত্র দিলেন, "ইহা ইমানের পরীক্ষার সময়; যদি তুমি অপরাধ করিয়া থাক, আমি তোমাকে বড় ভাই হিসাবে উপদেশ দিতেছি, এ জগতের দণ্ডাপেক্ষা পরকালের শাস্তি ভীষণ, তুমি এজগতে শাস্তি বরণ করিয়া লও; সত্য যাহা তাহাই বল।"

যে কাজ একজন করিতে পারে, অন্যে তাহা না পারিবার কোন হেতু নাই। চাই শুধু, আন্তরিকতা, এখ্‌লাস ও ইমান, নিশ্চিত ধর্ম্মবিশ্বাস।

(৩) সিয়ালকোটবাসী আমাদের একজন বন্ধু আছেন। তিনি এখন জীবিত আছেন। আহ্‌মদী হওয়ার পর যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, উৎকোচ গ্রহণ ইস্‌লামের শিক্ষার বিরোধী, তিনি যাহাদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের গৃহে গৃহে যাইয়া সেই টাকা প্রত্যর্পণ করেন! ইহাতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল; কিন্তু তিনি তাহার কোন পরওয়া করেন নাই।

আদর্শের উপকারিতা

অবশ্য, আমাদের জমাতে সর্ব্বপ্রকার 'আমলের' দিক দিয়া এমন মহৎ আদর্শ পাওয়া যায় যে, তাহা সাহাবাগণের আদর্শ বলিয়া কথিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে ইহাতে সন্তুষ্ট

হইতে হইবে না, বরং সমগ্র জমাত এরূপ হওয়ার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। আদর্শ ব্যক্তিগণ দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারি। তাঁহাদিগকে অন্যান্যদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তাঁহাদের কি অর্থের প্রয়োজন, কিম্বা স্ত্রী-পুত্রের প্রেম বা স্নেহ ছিল না? যদি তাঁহারা তৎ-সত্ত্বেও খোদার জন্য কোরবানী করিতে পারেন, তবে তোমরা পার না কেন?

আমাদের আমানত

সুতরাং আমি বন্ধুগণের দৃষ্টি সেই আমানতের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি যাহা হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) আমাদের হস্তে সপোর্দ্দ করিয়াছেন। তিনি আসিয়া আমাদিগকে ধন-সম্পত্তি দেন নাই, রাজ-শক্তি দেন নাই, কোন কিছু আবিষ্কার করেন নাই এবং ভোগবিলাসের কিছু সরবরাহ করেন নাই। একমাত্র **সত্য ও সত্য-নিষ্ঠাই তিনি আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন।** যদি ইহাও চলিয়া যায়, তবে কত দুরদৃষ্টের কথা! তাহা হইলে আমরা সেই 'ফজল' বা স্বর্গীয় আশীষ স্বহস্তে ফেলিয়া দিব, যাহা ১৩০০ বৎসর পরে আল্লাহ্‌-তা'লা পুনঃ 'নাজেল' করিয়াছেন। **হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) আমাদিগকে ইস্‌লাম দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে উন্নত-চরিত্র (আখ্‌লাকে ফাজেলা) দিয়াছেন এবং তাঁহার আদর্শ দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাহা অর্জ্জন করা অসম্ভব নহে।** তিনি তাঁহার নিজ জীবন দ্বারা দেখাইয়াছেন, 'আমল' হইতে পারে, কিন্তু তথাপি কেহ কেহ কোন উন্নতি করিতেছে না। আমাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছে, যাহারা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া বিরুদ্ধবাদীকে গালি দিতে আরম্ভ করে; কিন্তু হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) আদর্শ কি?

খুনের মিথ্যা অভিযোগে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বিরুদ্ধে খুনের একটি মিথ্যা অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। তখন, জেলার ডিপুটী কমিশনর ছিলেন ক্যাপ্টেন ডগ্‌লাস। তিনি এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন যে, তিনি এই জিলায় † আসিয়া প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন, "এ-জেলায় এক ব্যক্তি মসিহ্‌ হওয়ার দাবী করে, তাহাকে এপর্য্যন্ত দণ্ড প্রদত্ত হয় নাই কেন?" তাঁহারই আদালতে এই মোকদ্দমা পেশ হয়। ইংরাজ নামে পরিচিত এবং ইংরাজ বলিয়া খ্যাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ নহে, বরং একজন পাঠান এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ বলিয়া পরিচিত হওয়ার কারণ ছিল; পাঠান হওয়া বশতঃ তাঁহার বর্ণ ইংরাজদের মত গৌর বর্ণ ছিল। তদুপরি একজন ইংরাজ তাঁহাকে পোষ্য স্বরূপ পালন করিয়াছিলেন। সেজন্য লোকে তাঁহাকে ইংরাজ মনে করিত। তাঁহার নাম ছিল মার্টিন ক্লার্ক। তাঁহার পুত্র, কিম্বা ভ্রাতা ভূত-পূর্ব্ব আবিসিনিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আপনাদের মধ্যে অনেকে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন, "মিঃ মার্টিন ক্লার্ক ইহা বলিয়াছিলেন" ইত্যাদি। এই মার্টিন সেই ক্লার্কেরই পুত্র, কিম্বা ভ্রাতা হইবে। প্রকৃত সম্বন্ধ কি এখন আমি সঠিক বলিতে পারি না। সেই মিঃ মার্টিন ক্লার্ক আদালতে নালিশ করিলেন, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য মির্জা সাহেব একটি লোক পাঠাইয়াছিলেন।

মোসলমানদের মধ্যে ওলেমা বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণও এই গোলমালে যোগদান করিলেন। মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেব বাটালবী এই মোকদ্দমায় হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য আদালতে উপস্থিত হন। মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) আল্লাহ-তা'লা পূর্ব্বে অবগত করিয়াছিলেন যে, একজন মৌলবী বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, কিন্তু আল্লাহ-তা'লা সেই মৌলবীকে লাঞ্ছিত করিবেন; কিন্তু, যদিও আল্লাহ্‌-তা'লা এই 'এলহাম' দ্বারা তাঁহার লাঞ্ছনা সম্বন্ধে জানাইয়াছিলেন এবং 'এলহাম' পূর্ণ করিবার জন্য বাহ্যিকভাবে ন্যায্য প্রচেষ্টা আবশ্যক ছিল, কিন্তু লাহোরের উকীল মৌলবী ফজলদীন সাহেব, যিনি হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পক্ষে এই মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেবের অবমাননা সূচক একটি প্রশ্ন করিতে চাহিলে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) তাহাকে নিষেধ করেন। প্রকৃত বিষয় ছিল এই যে, মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বটালবী সাহেবের মাতা ছিল একটি বেশ্যা। মোকদ্দমায় সাক্ষ্যকে হাল্‌কা করিবার জন্য সাক্ষীর মানমর্য্যাদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। মৌলবী ফজলদীন সাহেব মোহাম্মদ হুসেন সাহেবকে যে সমস্ত প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলেন

† গুরদাসপুর।

তাহা হজরত মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) জানাইলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, তাঁহার মাতা কে? হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি এরূপ প্রশ্ন সহ্য করিতে পারি না।" মৌলবী ফজলদীন সাহেব বলিলেন, "এই প্রশ্ন দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হাল্‌কা হইয়া পড়িবে এবং ইহা জিজ্ঞাসা না করিলে আপনার মুস্কিল হইবে; কারণ সাক্ষী নিজেকে মোসলমানদের নেতা স্বরূপ উপস্থিত করিতেছে। সে যে তদ্রূপ সম্মানিত নয়, ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক।" কিন্তু হজরত সাহেব বলিলেন, "না, আমি এই প্রশ্ন অনুমোদন করিতে পারি না।"

মৌলবী ফজলদীন সাহেব আহমদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন হানেফি নেতা। নোমানিয়া আঞ্জোমন প্রভৃতির তিনি একজন উৎসাহপূর্ণ কর্ম্মী ছিলেন। সেজন্য ধর্ম্মের দিক দিয়া বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, কিন্তু যখনই গয়ের আহমদীদের মজলিসে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি কেহ আক্রমণ করিত, তখনই তিনি জোরের সহিত প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, "আকিদা বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু আমি দেখিয়াছি, তাঁহার চরিত্র এমন যে আমাদের ওলেমা শ্রেণীর মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। চরিত্র বিষয়ে আমি এমন সব অবস্থায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছি যে, কোন মৌলবী সেখানে দাঁড়াইতে পারে না, যেখানে তিনি দাঁড় ছিলেন।"

সাক্ষী সম্পর্কিত এল্‌হামের পূর্ণতা

এখন দেখ, একদিকে সাক্ষী লাঞ্ছিত হওয়ার এল্‌হাম, অন্যদিকে তাহার সাক্ষ্য তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবে, তথাপি যে কথায় তাহার সম্মান লাঘব হইবে, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিতে দেন নাই; কিন্তু যে খোদা পূর্ব্বেই মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেবের লাঞ্ছনার সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি এক দিকে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) চরিত্র মহিমা ('আখলাক') প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সম্মান কায়েম করিলেন এবং অন্য দিকে অসাধরণ উপকরণ উৎপন্ন করিয়া মৌলবী সাহেবকেও লাঞ্ছিত করিলেন। সেই লাঞ্ছনা কি ভাবে হইয়াছিল? যে ডিপুটী কমিশনর পূর্ব্বে ঘোর শত্রু ছিলেন, হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) অবয়ব দেখা মাত্র, তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। যদিও হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) অভিযুক্ত হইয়া আসামী স্বরূপ ডিপুটী কমিশনারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি চেয়ার আনাইয়া নিজাসনের সঙ্গে স্থাপন করাইলেন এবং তাঁহাকে তদোপরি উপবেশন করাইলেন। মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেব সাক্ষ্য দান করিতে আসিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) হস্তে হাত কড়িই থাকিবে, কিম্বা অন্ততঃ তাঁহাকে লাঞ্ছিত ভাবে দাঁড় করিয়া রাখা হইবে, কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হজরত মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার সঙ্গে আসন প্রদান করিয়াছেন, তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজের জন্য আসন চাহিলেন। ইহাতে আদালত বলিলেন, "না আপনার কোন দাবী নাই।" মৌলবী সাহেব বলিলেন, "আমি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। গবর্ণর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে আমি আসন পাই।" ডিপুটী কমিশনার উত্তর করিলেন, 'সাক্ষাৎ কালে ত যে কোন ব্যক্তি আসন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহা আদালত। মির্জা সাহেবের পরিবার রাজবংশীয়, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।" মৌলবী সাহেব ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বলিলেন, "না, আমার আসন পাওয়ার অধিকার আছে; আমি 'আহলে হাদিস' সম্প্রদায়ের একজন নেতা।" ইহাতে ডিপুটী কমিশনার রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "বক্‌ বক্‌ করিও না, পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাক।"

মৌলবী সাহেব সাক্ষ্যদানের পর বাহির হইয়া বারান্দায় একটি চেয়ার দেখিতে পাইয়া তাহার ধারে বসিলেন, যেন লোকে মনে করিতে পারে যে, গৃহাভ্যন্তরেও তিনি চেয়ারে বসা ছিলেন, কিন্তু চাকর সর্ব্বদা প্রভুর 'মরজি' মোতাবেক চলে। চাপরাসী তাহার সাহেবকে অসন্তুষ্ট দেখিতে পাইয়াছিল। সে মনে করিল বারান্দায় তাহাকে আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সাহেব তাহার প্রতি রাগ করিতে পারেন। সে যাইয়া তাঁহাকে বলিল, "মিঞা উঠ, আসন ছাড়।"

সেখান হইতে উঠিয়া মৌলবী সাহেব বাহিরে আসিলেন। সেখানে একটি চাদর বিছান ছিল। তিনি তাহার উপর বসিলেন। মনে করিলেন, আচ্ছা, এইটুকু সম্মানই যথেষ্ট; কিন্তু চাদরওয়ালা তাহার নিম্ন হইতে চাদর টানিতে টানিতে বলিল, "উঠ, আমার চাদর দাও। যে ব্যক্তি খৃষ্টানের সঙ্গে মিশিয়া একজন মোসলমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাকে বসাইয়া আমার চাদর অপবিত্র করিতে পারি না।"

এভাবে লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনা হইতে লাগিল, কিন্তু হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) উচ্চ চরিত্রের দরুণ তাঁহার সম্মান কায়েম হইল।

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) আদর্শ ও জমাতের কর্ত্তব্য

এই আদর্শের তুলনায় আমাদের জমাতে কয় জন বন্ধু আছেন, যাঁহারা ক্রোধের সময় আত্ম-সংযম করিতে পারেন? হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) দেখ, সত্য ঘটনা দ্বারাও এরূপ ঘোর শত্রুর অবমাননা পছন্দ করেন নাই, কিন্তু আমাদের বন্ধুগণ উত্তেজনার বশে গালি আরম্ভ করেন, বরং মারপিট পর্যন্ত করিয়া ফেলেন। অথচ হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন,

رحم کے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے

অর্থাৎ, "দয়া প্রবলভাবে উদ্বেলিত এবং আমরা ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছি।" সুতরাং আমাদের জমাতকে একদিকে উন্নত 'আখলাক' বা চরিত্র গঠন এবং অন্যদিকে অন্যায়ের প্রতি পূর্ণ ঘৃণা উৎপন্ন করিতে হইবে। অন্যায়ের প্রতি যেরূপ ঘৃণা হজরত রসুল করীম (সাঃ) ও হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাদিগকেও তদ্রূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিতে হইবে। হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) মধ্যে উভয় দৃশ্যই পরিদৃষ্ট হয়। আমি এখানে 'গয়রৎ' বা আত্ম-মর্য্যাদার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

একবার হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনে ছিলেন। পণ্ডিত লেখরাম সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) সালাম বলিলেন। তখন আঁ-হজরতকে (সাঃ) গালি দেওয়ায় আর্য্যদের মধ্যে তাহার অতিশয় খ্যাতি হইয়াছিল। লেখরাম তখন আর্য্যদের একজন নেতা বলিয়া গণ্য। হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) তাহার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। হুজুরের (আঃ) সঙ্গে সেবকগণ ছিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন, হয়ত তিনি দেখেন নাই। সে জন্য কেহ কেহ বলিলেন, "হুজুর, পণ্ডিত লেখরাম সালাম করিতেছেন।" কিন্তু তিনি চুপ রহিলেন। পণ্ডিত লেখরামও মনে করিলেন হুজুর (আঃ) তাহাকে দেখেন নাই। সেজন্য তিনি অন্য দিক দিয়া আসিয়া আবার সালাম করিলেন। এবারও তিনি উত্তর করিলেন না। ইহাতে তাঁহার সঙ্গী বোধ হয় গৌরব বোধ করিতেছিলেন যে, আর্য্য-নেতা সালাম করিতেছেন। তিনি আবার লক্ষ্য করাইতে চাহিয়া বলিলেন, "হুজুর, "পণ্ডিত লেখরামজি আপনাকে সালাম করিতেছেন।" ইহাতে তিনি উত্তেজিতভাবে 'জোষ' সহকারে বলিলেন, "তাহার কি লজ্জা হয় না, প্রভুকে ত গালি দেন এবং গোলামকে সালাম করেন?"

বস্তুতঃ, একদিকে তাঁহার অসীম আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ ('গয়রত') ছিল, অন্য দিকে অসীম দয়া ও ক্ষমা ছিল। আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ এরূপ ছিল যে, একজন প্রসিদ্ধ নেতার সালাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত হন নাই এবং দয়াও এরূপ ছিল যে, এক জন ঘোরতর শত্রুরও অপমান পছন্দ করেন নাই। এই চরিত্রই হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাকেই আমাদের জমাত সজীব রাখিবার চেষ্টা করিবে।

সন্তানের শিক্ষা

স্মরণ রাখিবে, যে ব্যক্তি তাহার সন্তানকে উত্তম নীতি শিক্ষা না দেয়, সে শুধু তাহার সন্তানেরই শত্রুতা করে না, বরং সেলসেলারও শত্রুতা করে, আঁ-হজরতের সহিত শত্রুতা করে এবং খোদার শত্রুতা করে। আমাকে কেহ কেহ লিখিয়াছেন, "আপনি যখন 'আমলের এসলাহ্' সম্বন্ধে খোৎবা পাঠ করিয়াছিলেন, তখন কোন কোন যুবক দাড়ি রাখিয়াছিল। এদিকে আপনি খেৎবা সমাপ্ত করিয়াছেন, ওদিকে দাড়ি অন্তর্হিত হইয়াছে।" এখন বল, সে ওয়াজ কি যাহা আমি সর্ব্বদাই করিতে থাকিব এবং যখনই আমি তাহা বন্ধ করিব তখনই 'আমল'ও বন্ধ হইবে? ভাল, কেবল দাঁড়ি সম্বন্ধে ওয়াজ করিবে এই শক্তি কাহার আছে?

মোমেনের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সে যখন সত্য বিষয় জানিতে পারে, তাহা পালন করে। তাহাকে অন্য বার বলিতে হয় না। যদি আমি এভাবে বক্তৃতা করিতে থাকি যে, সেই শৃঙ্খল কখনও বন্ধ না হয়, তবে সহস্র সহস্র 'নেকী' আছে যৎসম্বন্ধে ওয়াজ করিবার জন্য আমি সময় ধার্য্য করিতে পারিব না। হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) নিকট একটী রোগী আসিয়া একটী প্রশ্ন করিয়াছিল। এখানে ছেলেরা আছে, আমি তাহার প্রশ্নটি বলিব না। সে বলিয়াছিল, "এমন কোন ঔষধ দিন যেন আমি অমুক কাজ ৪৮ হইতে ৫০ ঘন্টা পর্য্যন্ত করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, "আহমক,

খোদা ত ২৪ ঘণ্টা সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তোমার জন্য ৫০ ঘণ্টা কোথা হইতে আনিব ?" খোদাতা'লা সপ্তাহে ৭ দিনের মধ্যে একদিন শুক্রবার মাত্র খোৎবার জন্য ধার্য্য করিয়াছেন। সহস্র সহস্র 'নেকী' আছে, আমি সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যহ কিরূপে খোৎবা পাঠ করিতে পারি ? যাহারা 'ওয়াজ' শুনিয়া প্রতিপালন করে এবং তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে, তাহারা "জ্যাক ইন্ দি বক্স" স্বরূপ খেলা করে। ইহার ঔষধ আমার নিকট নাই। খোদা কাহাকেও এত সময় দেন নাই যে, এরূপ 'ওয়াজ' করিতে পারে।

ইমানের প্রয়োজনীয়তা

প্রকৃত বিষয় এই যে, মানুষ 'মোমেনে' পরিণত হইলে এই শৃঙ্খল শেষ হয়। কারণ এই ধস্তাধস্তি ইমান উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে।

মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেব গজনবী একজন এল্‌হাম-প্রাপ্ত বুজুর্গ ছিলেন। তিনি হজরত মসিহ্ মউদের (আঃ) আবির্ভাবের ও স্বীয় সন্তানগণ সেই আশীষ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত থাকার সংবাদ 'এল্‌হাম' প্রাপ্ত হইয়া জানাইয়াছিলেন। একবার এক জন বড় হানাফি মৌলবীকে তাঁহার সহিত 'বাহাস' (তর্ক) করিবার জন্য লোকে আনয়ন করিয়া বলিল, "হানাফি মৌলবী সাহেব আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন।" তিনি উত্তর করিলেন, "যদি উদ্দেশ্য ভাল থাকে।" হানাফী মৌলবীও 'নেক' লোক ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চুপ করিয়া প্রস্থান করিতে চাহিলেন। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল না ; কারণ অনর্থক তর্ক করা ভাল নয়।"

বস্তুতঃ, 'নিয়ত' বা সঙ্কল্প ভাল হইলে উপদেষ্টার আবশ্যক থাকে না। কোরান করীমে আছে :— وفى انفسكم افلا تبصرون অর্থাৎ, "তোমাদের অন্তরেও নিদর্শন বিদ্যমান, তোমরা কি দেখ না ?" তাই, জমাতের পক্ষে শুধু ইহাই অনুভব করা প্রয়োজন যে, হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাদের উপরে দায়িত্ব সমর্পন করিয়াছেন।

মানুষের মধ্যে পর্ব্বতসম দুর্ব্বলতা থাকিলেও সে তাহা পরিহার করিতে সঙ্কল্প করিলে কোন মুস্কিল থাকে না। হজরত মসিহের (আঃ) সুপ্রসিদ্ধ উক্তি আছে, "তোমাদের মধ্যে সরিষার বিচি তুল্য ইমান থাকিলে তোমরা পর্ব্বতসমূহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবে।" ইহার অর্থও তাহাই। 'গোনাহ' (পাপ) পর্ব্বতসম হইলেও তিল পরিমাণ ইমান উৎপন্ন হইলে তাহা সেই পর্ব্বতগুলি উড়াইয়া দিতে পারে। মোমেন যে দিন সঙ্কল্প করে, সে দিন হইতে তাহার পথে কোন বাধা থাকে না।

তাহরিক জদীদের দ্বিতীয়ার্দ্ধ

আমি বলিয়াছি, এই খোৎবাগুলির একাংশ তহরিক জদীদের দ্বিতীয়ার্দ্ধ। তাহা পরে বর্ণিত করা হইবে। সেজন্য আমি এখনও সে সম্বন্ধে কিছু বলি না। অবশ্য এখন বলি, বন্ধুগণ স্ব স্ব সন্তানের এবং জমাতের অন্যান্য যুবকের 'এস্‌লাহ' করুন। মিথ্যা, চুরি, প্রবঞ্চনা, ছলনা, প্রতারণা, দেনাপাওনায় সততার অভাব, অন্যায় ব্যবহার, পরনিন্দা প্রভৃতি খারাপ অভ্যাস সকলেই পরিহার করিবে, যেন তোমাদের সহিত মেলামেশা দ্বারা লোকে বুঝিতে পারে যে, তোমরা বড় ভাল লোক। তোমাদের নিকট কেহ কোটি টাকা গচ্ছিত রাখিয়াও যেন নিরাপদ মনে করে; কারণ যাহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে, সে আহ্‌মদী। যদি বন্ধুগণ এইরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন, তবে তাহরিক জদীদের দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

উত্তমরূপে স্মরণ রাখ, এই **'নেয়ামত'** পুনর্ব্বার আগমনে ১৩০০ বৎসর সময় লাগিয়াছে। যদি আমরা ইহার 'কদর' না করি এবং আবার ইহা ১৩০০ বৎসর পরে যাইয়া পড়ে, তবে এই সময় পর্য্যন্ত আগমনকারী সমস্ত বংশধরগণের 'লানৎ' (অভিশাপ) আমাদের উপর নিপতিত হইতে থাকিবে। সেজন্য চেষ্টা কর, যেন তোমাদের সকল 'নেকী' তোমাদের সন্তানদিগকে দিতে পার, তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকে দিতে পারে। এই **'আমানত'** সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরাপদ রাখিতে হইবে, যেন সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমরা ইহার 'সওয়াব' (পুণ্যফল) প্রাপ্ত হই। কারণ, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে 'নেকী' কাহারও দ্বারা স্থাপিত হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত জগতে 'কায়েম' থাকে এবং যত লোক তাহা অবলম্বন করিতে থাকে, তাহাদের সকলের 'সওয়াব' তাহার নামে লিখিত হয়; সুতরাং যে প্রতিফল পাওয়া যায় তাহাও মহান এবং যে আমানত তাহাও স্বয়ং অতি মহান। এরূপ মহান বস্তুগুলি থাকিতে যাহারা কোন ফললাভ করে না, কোন খোৎবা দ্বারা তাহাদের কোন উপকার হইতে পারে না এবং কোন ওয়াজও তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না। তাহাদের সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হইবে যে, হয় ত তাহারা চির-হতভাগ্য, দুর্ম্মতি ও পাষাণ, কিম্বা উন্মাদ।

বিজয় লাভের জন্য একমাত্র প্রয়োজন আল্লাহ্‌ তা'লার 'ফজল' বা অনুগ্রহ লাভ

আল্লাহ্‌তা'লার 'ফজল' লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হও। *

ঐশ্বরিক জমাতের উন্নতিলাভের উপায়

আল্লাহ্‌-তা'লার জমাতসমূহ 'কোরবানী' দ্বারা উন্নতিলাভ করে। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী খোৎবায় এ কথার প্রতি জমাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, 'সংখ্যার' নিজের কোন মূল্য নাই। কোরান শরীফেও আমাদিগকে বলা হইয়াছে :—

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله

অর্থাৎ "অনেক ক্ষুদ্র জমাত বৃহৎ জমাতগুলির উপর আল্লাহ্‌র আদেশে প্রাধান্য লাভ করে।"

ইহাতে বুঝা যায়, 'সংখ্যা' নিজে কিছুই নয়; প্রকৃত জিনিষ **'আল্লাহ্‌র আদেশ'**। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ প্রাপ্ত হয়, সে জয়লাভ করে এবং যাহার বিরুদ্ধে 'আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশ' প্রদত্ত হয়, সে পরাভূত হয়। সুতরাং বিজয় লাভের জন্য আমাদিগকে জমাত বৃদ্ধি করিবার তেমন প্রচেষ্টা করিতে হইবে না, যেমন প্রচেষ্টা 'আল্লাহ তা'লার আদেশ' লাভের জন্য আমাদের করা প্রয়োজন।

আমি উপরোক্ত বাক্যে একটি সর্ত্ত রাখিয়াছি। তাহা সামান্য কথা নয়। তাহা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। আমি বলিয়াছি, বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার তেমন প্রচেষ্টা করিতে হইবে না। ইহার এ অর্থ কখনই নয় যে, আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের কোন প্রচেষ্টাই করিতে নাই, বরং প্রকৃত অর্থ এই যে, সংখ্যা বৃদ্ধি করা কালে আমাদের বিজয়লাভের উদ্দেশ্য পোষণ করিতে হইবে না, সত্যের প্রসার এবং খোদাতা'লার নাম 'কায়েম' করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

জগতে মানুষ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দলবদ্ধ হয় এবং প্রাবল্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করে, কিন্তু ইসলাম দল-পুষ্টির জন্য তবলীগের আদেশ দেয় না। বিজয় লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করিতে শিক্ষা দেয়, কোন মানুষের প্রতি নহে।

ইসলামীয় ও অন্‌-ইসলামীয় তবলীগ পদ্ধতি

মোমেন ও গয়ের-মোমেন উভয়ই প্রচার করে, কিন্তু গয়ের-মোমেন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্য্য পরিচালনা করে এবং মোমেন তবলীগ করে শুধু ভ্রান্তদের হেদায়তের জন্য। কেহ তাহার সহিত যোগদান করিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিবে এ উদ্দেশ্যে মোমেন তবলীগ করে না; সুতরাং সে অনুগ্রহ করে। ইসলামী ও গয়ের-ইসলামী তবলীগে ইহাই প্রভেদ। ইসলামী তবলীগ দয়া-বৃত্তির অধীনে অন্যকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য পরিচালিত হয় এবং স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য মোমেনের দৃষ্টি বান্দার প্রতি নিপতিত হয় না, তাহার লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্‌র দিকে। যখন কোন অ-মোস্‌লেম বা গয়ের মোমেন (হইতে পারে এক ব্যক্তি 'মোস্‌লেম', কিন্তু 'মোমেন' নয়) তবলীগ করে, সে তাহার নিজের উপকার করে। সে ভাবে সে দুর্ব্বল, অন্যকে তাহার সঙ্গে নিতে পারিলে তদ্বারা তাহার প্রাণ রক্ষা হইবে, কিন্তু একজন মোমেন ও মোসলেম অন্যের উপর অনুগ্রহ করে। সে মনে করে খোদাতা'লা বিশেষ অনুগ্রহক্রমে তাহাকে 'নাজাত' (মুক্তি) দিয়াছেন, সে জন্য অন্যকে পতন হইতে রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। মোমেনের তবলীগের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপথ প্রদর্শন, দল-পুষ্টি বা সঙ্ঘবদ্ধতা নহে।

সংখ্যাবৃদ্ধি ও ইস্‌লাম

যখন আমি বলি যে, কৃতকার্য্যতা ও বিজয় লাভের জন্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে না, ইহার এই অর্থ নয় যে সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কোন প্রচেষ্টাই করিবে না, বরং ইহার অর্থ এই যে দলপুষ্টির উদ্দেশ্য নিয়া সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে না। সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অবশ্যই করিবে, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকিবে খোদাতা'লার নাম উজ্জ্বল হউক এবং ভ্রান্ত মানব সত্যপথ প্রাপ্ত হউক। প্রাবল্য, কৃতকার্য্যতা ও বিজয়লাভের ভিত্তি আল্লাহ্‌তা'লার 'আদেশ'। আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ লাভ হইলে বড় লোক কি করিতে পারে?

---

* হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি ('আইয়েদাহুল্লাহতা'লা) কর্ত্তৃক প্রদত্ত জুমার খোৎবার সার-মর্ম্ম—মৌলবী আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত—সঃ আঃ

পুরাকালে তরবারীর প্রচলন ছিল। লোকে উত্তম উত্তম তরবারী সংগ্রহ করিত। যাহার নিকট অধিক ভাল তরবারী থাকিত, লোকে তাহাকে ভয় করিত। তারপর, ধনুকের প্রচলন হইল। যাহার নিকট উত্তম শর ধনুক থাকিত, সে জয়লাভ করিত। তারপর ঢালের আবিষ্কার হইল। তখন যাহাদের নিকট ধনুক ছিল তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তিনি অনেকটা একারণেই জয়লাভ করেন। তাহার নিকট উত্তম ঢাল ছিল। তিনি মাত্র কয়েক সহস্র লোক নিয়া আসিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা নিয়াই পারশ্য ও ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক সৈন্যদলসমূহ পরাস্ত করেন। অতঃপর প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ প্রণালী আবিষ্কৃত হইল। তদ্বারা দূর স্থানে প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ হইল। তৎপর বারুদ আবিষ্কৃত হয়। তারপর রাইফেল ও কামান আবিষ্কৃত হয়। এখন গ্যাস নিক্ষেপ করিবার জন্য বোমা ও এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়াছে; এক একটী এ্যারোপ্লেন বহু জনপদ বিনষ্ট করিতে পারে। এমন বিষাক্ত বোমাসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এক একটী বোমা বিস্ফোরণ দ্বারা ১২০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান বিধ্বস্ত করা যায়। এই বোমা এ্যারোপ্লেন হইতে নিক্ষিপ্ত হয়। নিম্ন হইতে লোকে কিছু করিতে পারে না।

এখন জগতে সংখ্যা কিছুই নয়। এমতাবস্থায় একজন মোমেনের জন্য কি ইহা লজ্জার বিষয় নয় যে, গয়ের-মোমেনগণ ত সংখ্যাকে কিছুই মনে করে না এবং শক্তির জন্য সংখ্যার পরিবর্ত্তে এরোপ্লেন, কামান ও বোমার প্রতি নির্ভর করে এবং শত্রু সংখ্যা যতই অধিক হইক না কেন, তবু তাহারা মনে করে তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিবে, কিন্তু একজন মোমেন ভাবে যে, **"খোদাতা'লার শক্তি"** এরোপ্লেন, কামান ও বোমার সমানও নহে। এক ব্যক্তি একাকী এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ১২০ বর্গ মাইল ব্যাপী এলাকার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইহার অধিবাসিগণের সংখ্যা অন্যূন ত্রিশ হাজার; কিন্তু একজন মোমেনের এতটুকু ইমানও নাই যে, তাহার খোদার উড়ো-জাহাজের সমান শক্তি আছে। সুতরাং প্রকৃতই মোমেন জয়লাভের জন্য আদৌ সংখ্যার কোন পরওয়া করে না। ইস্‌লামী ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, পঞ্চাশ, ষাট, কিম্বা শত জন লোক এক বিশাল বাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই যে, মোসলমানগণ অতিরিক্ত সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সংখ্যাবহুল বাহিনীর আক্রমণ স্থগিত রাখিয়াছে। পঞ্চাশ ষাট জন মোসলমান পঞ্চাশ ষাট হাজার কাফেরকে আক্রমণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কিন্তু ভীত হইয়া কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। কারণ তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, খোদাতা'লা তাহাদের সঙ্গে আছেন। কোরান শরীফও ইহাই বলিয়াছে:—

كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة باذن الله

"তোমাদের পূর্ব্বে অনেকগুলি ছোট ছোট জমাত হইয়াছে, তাহারা আল্লাহ্-তা'লার **'আদেশ-প্রাপ্তি'** বশতঃ অনেক বৃহৎ জমাতের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।"

সুতরাং, আমাদের বিজয় লাভের জন্য আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের আকাঙ্ক্ষা, মানুষ ধ্বংস হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হউক। বিজয় লাভের জন্য আমাদের একমাত্র প্রয়োজন আল্লাহ্-তা'লার 'ফজল' লাভ করা। প্রকৃত কোরবানী বা আত্ম-ত্যাগ দ্বারাই ইহা লাভ করা যায়।

আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ্-তা'লা চিরজীবি। তিনি **'আল্-হাই', আল্-কাইয়ুম'**। তিনি অনাদি কাল হইতে আছেন এবং অনন্ত কাল থাকিবেন। তিনি তাহাকেই আপনার নৈকট্য প্রদান করেন, যাহার এই দৃঢ়-প্রত্যয় থাকে যে, খোদাতা'লাই সঞ্জীবিত করেন। কাহারও সম্বন্ধে যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, সে ভাল সন্তরণ জানে এবং সে কাহাকেও ডুবিতে দিবে না, তবে তাহার উপস্থিতিকালে কেহও ভীষণ সমুদ্র গর্ভে লম্ফ প্রদান করিতে ভয় পাইবে না। সেইরূপ যাহার এই দৃঢ়-প্রত্যয় আছে যে, তিনি **"আল্-হাই'** (জীবিত) এবং তিনি জীবন প্রদান করেন, সে সর্ব্বক্ষেত্রেই মৃত্যু বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। যে পর্য্যন্ত মানুষ আল্লাহ্-তা'লার **'আল্-হাই', আল্-কাইয়ুম'** গুণাবলীর প্রতি নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করে না, যাহার প্রমাণ সে সর্ব্বপ্রকার মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত হয় না,—সে পর্য্যন্ত আল্লাহ্-তা'লা তাহার 'ইমান' কবুল করেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্-তা'লাকে 'আল্-হাই', 'আল্-কাইয়ুম' বলিয়া জানে, সে কদাচ মৃত্যুকে ভয় করে না।

হিন্দু ধর্ম্ম-কথা

হিন্দুদের মধ্যে একটি কৌতূহলপূর্ণ গল্প আছে। আমরা ইহা হইতে একটি উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান হইত না। তিনি অনেক চিকিৎসাদি করাইলেন, কোন ফলোদয় হয় নাই। হিন্দুগণ ত্রিভগবানের উপাসনা করে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু জীবিকা প্রদান করেন এবং শিব মৃত্যু প্রদান করেন। রাজা ব্রহ্মার নিকট মানত করিলেন, তাহার সন্তান হইলে তিনি ব্রহ্মার পূজা করিবেন। হিন্দুরা ব্রহ্মার পূজা করে না। কারণ তাহারা মনে করে ব্রহ্মা ত সৃষ্টি মাত্র করেন, সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তাঁহার নিকট লাভ ক্ষতি কিছুরই আশা বা আশঙ্কা নাই। এখন জীবিকা ও মৃত্যুদাতা ভগবানের উপাসনা করা আবশ্যক। অন্য কথায় উপাসনা বিষয়েও তাঁহারা ব্যবসার নীতি পালন করে। 'এহ্‌সান' বা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা করে না। এই রাজা ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য পণ করিলেন। তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। পুত্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে রাজা এক দিন বলিলেন, এযাবৎ কাল আমি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু শিব মৃত্যুর ঈশ্বর; সেজন্য এখন শিবের পূজা আবশ্যক। এমন না হয় যে, তিনি তোমাকে বধ করেন।" রাজপুত্র ইহাতে অত্যন্ত অমত প্রকাশ করিলেন, অকৃজ্ঞতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এই মত-বিরোধ ক্রমে এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া শিবের নিকট পুত্রের মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন। পুত্রের মৃত্যু হইল। ব্রহ্মা একথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সে আমার পূজা করিত বলিয়া মারা গিয়াছে, আমি তাহাকে আবার জীবিত করিব।" তিনি আবার তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন। শিব আবার তাঁহাকে মৃত্যু দিলেন। ব্রহ্মা আবার সৃষ্টি করিলেন। উভয়ের মধ্যে এই দ্বন্দ চলিতে লাগিল।

সাহাবাগণের আদর্শ

ইহা একটি কৌতূহলপূর্ণ গল্প, কিন্তু ইহাতে সত্য নিহিত আছে। প্রকৃত পক্ষে মানুষ স্বয়ং শিব এবং খোদাতা'লা ব্রহ্মা। যখন মানুষ খোদাতা'লার জন্য মৃত্যু বরণ করে, তখন খোদাতা'লা তাহাকে জীবন দান করেন। দেখ, সাহাবাগণ কত বার মৃত্যু বরণ করেন এবং কত বার খোদাতা'লা তাঁহাদিগকে জীবন দেন। যখন সাহাবাগণ বদর প্রাঙ্গণে যুদ্ধের জন্য আগমন করেন, তখন কি তাঁহারা মৃত্যু বরণ করেন নাই? তারপর, ওহুদ যুদ্ধে আগমন কি মৃত্যু বরণ ছিল না? কোরান করীমে আল্লাহ্‌-তা'লা বলেন, "মোনাফেকগণ বলিতেছিল ইহা ত সাক্ষাৎ মৃত্যু; যদি ইহা যুদ্ধ হইত, তবে অবশ্যই তাহারা ইহাতে যোগদান করিত।" তারপর, আহ্‌জাব যুদ্ধ কি মৃত্যু ছিল না? ভীরু মোনাফেকগণ এই ঘটনার সময় মোসলমানদিগকে উপহাস করিয়া বলিতেছিল, "বাহ্য করিবার স্থান নাই, কিন্তু জগজ্জয়ের স্বপ্ন দেখে।" তারপর, তবুক যুদ্ধ কি মৃত্যু ছিল না? তারপর, আঁ-হজরতের (সাঃ) মৃত্যুর পর আরবে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, যখন মক্কা, ও মদিনার দুই একটি স্থান ব্যতীত সমগ্র আরববাসী বিদ্রোহ করিয়াছিল, তখন কি মোমেনগণ মৃত্যু বরণ করেন নাই? তারপর, যখন হজরত আবুবকর (রাঃ) রোম সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা কি মৃত্যু বরণ ছিল না? সমগ্র আরবের অধিবাসিগণের সংখ্যা প্যালেষ্টাইন বাসিগণের সমানও ছিল না, কিন্তু মোসলমানগণ এমন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, যাঁহার অধীনে প্যালেষ্টাইন, শিরিয়া, বুলগেরিয়া, মেসিডোনিয়া, ত্রিপোলী, আরমেনিয়া, আণ্ডরিয়া দেশসমূহ ছিল। এমন বৃহৎ সাম্রাজ্যের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল! হজরত ওমরের (রাঃ) সময় পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। তখন পারস্য সাম্রাজ্যাধীনে ভারতবর্ষ, চীন, চীনা তুর্কিস্থান এবং এসিয়াস্থ রুম এলাকা ছিল। অন্য কথায়, একার্দ্ধ জগৎ পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন এবং অপরার্দ্ধ রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মোসলমানগণ একই সময়ে উভয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত ছিলেন। ইহা কি তাহাদের জন্য মৃত্যু বরণ ছিল না?

আল্লাহ্‌র আদেশ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কোরবানী বা ত্যাগের আবশ্যকতা

অতএব ভাবিয়া দেখ, সাহাবাগণ কতবার আপনাদিগকে মৃত্যুর কবলে নিপতিত করেন। মৃত্যু যেন তাঁহাদের জন্য মধু স্বরূপ ছিল! তাঁহারা মৌমাছির ন্যায় স্বতঃই সেই মধু আহরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। লোকে মৃত্যু দেখিয়া পলায়ন করে; কিন্তু সাহাবাগণ মৃত্যু দেখিয়া ঝাপাইয়া পড়িতেন! খোদাতা'লা আবার তাঁহাদিগকে জীবন দান করিতেন। জমাতকে

'আল্লাহ্‌র আদেশ-প্রাপ্তির' জন্য সর্ব্বসময় সর্ব্বপ্রকার আত্মত্যাগ ও কোরবানী করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কিন্তু 'কৌমী কোরবানী' (জাতীয় ত্যাগ) সঙ্ঘবদ্ধতা ও নেজামের অধীন হওয়া চাই। অবশ্য ব্যক্তিগত কোরবানী মানুষ সর্ব্বসময়েই উপস্থিত করিতে পারে। আমি সর্ব্বদাই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি যে, ভরসা সর্ব্বদাই আল্লাহ্‌তালার উপর হওয়া চাই। 'তাওয়াক্কুল' বা ভরসা খোদাতা'লার উপর থাকিবে এবং উন্নতির ভিত্তি 'আল্লাহর আরশের' উপর রাখিতে হইবে। কারণ আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,—

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله

"ইতিপূর্ব্বে আল্লাহ্‌র আদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাত বৃহৎ বৃহৎ জমাতের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে' মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষুদ্র বস্তুর ত্যাগ দ্বারাই আল্লাহ্‌র আদেশ বা সাহায্য লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ লাভ হইলে উন্নতির পথে সংখ্যার ন্যূনতা বাধা জন্মাইতে পারে না।

'তাহরিক জদীদ'

এজন্য আমি তাহরিক জদীদে সর্ব্বপ্রকার কোরবানীই রাখিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কোন ব্যক্তি খাওয়া পরা বিষয়ে পূর্ণভাবে ইহা প্রতিপালন করেন না। অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে কোন কোন স্ত্রীলোক ইহা পালন করে না। এজন্যই জমাত এখন পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় কোরবানী পেশ করিতে পারে নাই। কারণ যখন মানুষের নিকট কিছুই থাকে না, তখন সে **কি ত্যাগ** করিবে? তোমাদের দেহপিঞ্জরে প্রাণ থাকিলেই তোমরা প্রাণ কোরবানী করিতে পার; কিন্তু প্রাণই যদি না থাকে তবে প্রাণ কোরবানীর অর্থ কি? সেইরূপ যে ব্যক্তি মিত-ব্যয়িতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে না, সে কিরূপে অর্থের দিক দিয়া কোরবানী করিতে পারে? যে তৎপরতার সহিত কাজ করিতে অভ্যস্ত সে-ই মাত্র সময়ের কোরবানী করিতে পারে। যাহার প্রাণ থাকে, সে-ই প্রাণের কোরবানী করিতে পারে। যাহার অর্থ থাকে, সে-ই মাত্র অর্থ কোরবানী করিতে পারে। অর্থ সঞ্চয়ের নিমিত্ত পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয় আবশ্যক।

সুতরাং, যে পর্য্যন্ত 'তাহরিক জদীদের' সমুদয় বিষয় প্রতিপালিত না হয়, এবং উনিশ 'মোতালাবার' প্রতি লক্ষ্য না রাখা হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা **উন্নতি-ক্ষেত্রে পদার্পণ** করিতে পারিব না।

প্রকৃত ত্যাগ

স্মরণ রাখিবে যে মৌখিক ত্যাগ কোন কাজের জিনিষ নয়। ইহাতে ইস্‌লাম কিম্বা ধর্ম্মের কোন উপকার হইতে পারে না।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীয়' গ্রাহক হউন

ও

গ্রাহক সংগ্রহ করুণ!!

মহানবী হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) দান *

(সিস্‌টার চারুশীলা দেবী, প্রিন্সিপাল, আনন্দাশ্রম, ঢাকা)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও ভ্রাতাভগ্নিগণ,

এই সভার আয়োজনের কথা যে দিন থেকে শুনেছি সেই দিন থেকেই বড় আনন্দ হয়েছে! এ যে সমন্বয়ের যুগ, তাই দিকে দিকে তার শঙ্খধ্বনি বেজে উঠ্‌ছে, এ সভাও তারই একটী নির্ঘোষ। 'একম সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, মানুষ তাকে বহু নামে অভিহিত করেছে মাত্র--এই বাণী কোন অজানা কালে কোন ঋষিমুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল! তারপর কতবার কতরূপে যুগে যুগে মানুষ সেকথা নূতন করে স্মরণ কর্ব্বার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তেম্নি করে মনে রেখেছে কি? স্বামী পরমানন্দ তাঁর বক্তৃতায় একদিন বলেছিলেন—

"Exitstence is like an archestra, a spiritual symphony in which people are playing many parts. They do not have to play one against the other however. There is a Chair Master, a Great Father—One without a second Who is guiding every player, so that no matter what part, one may be playing, whether it is a Christian part, a Hindu part or a Mohammedan part, if it is well played with the rythm of love and understanding it will blend with beautiful harmony in the symphony of religion, the symphony of life itself.

আজ এই সভা বিশেষ করে যার নামে আহুত হয়েছে, যাঁর সুমহান্ পবিত্র চরিত্র স্মরণ কর্ব্বার জন্য, আলোচনা কর্ব্বার জন্য আমরা সকলে এখানে সমবেত হয়েছি, তাঁর প্রভাব আজ আমাদের প্রাণে প্রেরণা জাগাক্, আমাদের সকলকে আনন্দিত করুক, নব জাগরণ এনে দিক্ আমাদের সকলের প্রাণে, আমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে দিক্। আমরা যেন আজ তাঁর স্মৃতিকে প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তে পারি। যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুও যাঁর কৃপায় গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, সেই তিনি যেন আজের এই মিলন ভূমিতে এক সঙ্গে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমাদের দেন। আমাদের চিন্তার ধারা, আমাদের বাক্য যেন আজকের এই মহান্ বিষয়ের যোগ্য হয়। হজরত মোহাম্মদ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মানব সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পৃথিবীর যে প্রান্তে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে সময়ে তিনি এসেছিলেন, সেই দিনের সে দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার কথা, ধর্ম্মহীন মনোবৃত্তির কথা, জীবনশূন্য আচার ব্যবহারের কথা ভাবলে বা আলোচনা কর্লে আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর মত একজন লোকোত্তর পুরুষের জীবনের প্রভাব ছাড়া সেই বিশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন সম্ভব হ'ত না, একটি নব গঠিত জাতি নূতন উদ্দীপনায় নব যুগের সূচনা কর্ত্তে পারতো না।

যুগে যুগে এম্‌নি হয়েছে—যখনই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছে ধর্ম্ম-যুগ সঞ্চিত জঞ্জালের আড়ালে লজ্জায় মুখ ঢেকেছে, প্রবলের পীড়নে, অত্যাচারে, দুর্ব্বল ভীত, শস্ত্রস্ত, দুঃস্থ হয়েছে, মানব-ধর্ম্ম লাঞ্ছিত হয়েছে, তখনই বিশ্বের অসহায় আকুল আকুতি যেন দুবাহু বাড়িয়ে একাগ্রচিত্তে বিশ্বরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেছে; অমনি মানবের জীবনাকাশে এক নব জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছে যাঁর আলোকে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত, অন্ধকার বিদূরিত করে নব-জীবনের ভাগীরথী-ধারায় তপ্ত, লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত, ভস্মস্তূপ থেকে মানব শক্তিকে জন্মদান করেছে। বিভিন্ন ভাষা তাঁকে বিভিন্ন নামে অভিনন্দিত করেছে—নবী, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ, মেসায়া, prophet, অবতার পুরুষ আরো কত কি?

আরবের উষর ভূমিতে যেদিন এই অলৌকিক শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, সেদিন কে তাকে জানতো, কে তাকে চিনেছিলো? কে বুঝেছিলো অন্ধকারের পরপার থেকে কি আলোকের বার্ত্তা

* বিগত ৩১শে অক্টোবর ঢাকায় জগন্নাথ ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজ হলে আহ্‌মদীয়া এসোসিয়েসনের কর্তৃত্বাধীনে নবী-দিবসের মিটিং হয়; উক্ত মিটিংএ লেখিকা এই বক্তৃতা পাঠ করেন—সঃ আঃ

সে বহন করে এনেছে? কে জেনেছিলো যে এই উজ্জল জ্যোতিষ্ক, সমগ্র পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করে পশ্চিমেও তার আলোকের রশ্মি বিকীর্ণ করবে? কে জেনেছিলো যে, সমগ্র বিশ্ব একদিন বিস্ময়ে ভক্তিতে তাঁর চরণে নতি জানাবে!

কি মহান্ সে জীবন, তাঁর স্মরণের পুলকে আজ আমাদের জীবন ধন্য! তাঁর প্রিয়তমা পত্নী আয়েশাকে অনুরোধ করা হয়েছিল—হজরত মোহাম্মদের চরিত্র বর্ণনা করবার জন্য। তিনি যে উত্তরটী দিয়াছিলেন তার মধ্যে একটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। তিনি বলেছিলেন—"কোরান পড়নি তুমি? কোরান তো তাঁরই ছবি"। যাঁর বাণী তাঁর জীবনের সঙ্গে এক, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মগুরু হতে পারেন, তাঁরই জীবন, তাঁরই বাণী নিত্যকালের সম্পদ হয়ে মানুষের প্রাণে প্রেরণা জাগাতে পারে, মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে তাঁর জীবনের লক্ষ্য কি। তাই সকলের কথা কাজে লাগে না; আমরা দেখতে পাই, কত বড় বড় বাগ্মী অনর্গল কি চমৎকার বক্তৃতা করে সহস্র সহস্র শ্রোতাকে চমৎকৃত করে দেন, কিন্তু সে বক্তৃতা হয়তো বাড়ী যেতে যেতেই আমরা ভুলে যাই। আর একজন হয়তো, এক শুভক্ষণে আমাদের এমন একটি কথা বলে দেন যে, সেই একটি কথায়ই আমাদের জীবনের মোড় ফিরে যায়! আমরা হয়তো সেবা-ধর্ম্মের কথা, বিশ্ব-প্রেমের কথা অনেক কিছু বোলতে পারি, কারণ বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে—ইংরাজীতে যাকে intellect বলে, তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো এর ছবি কতকটা আঁকতে পারি, কিন্তু এই সব ভাব যদি আমাদের সাধনালব্ধ বস্তু না হয়, যদি আমাদের জীবনের সঙ্গে না মিলে যায়—যদি এক না হয়, স্বার্থপর হয়ে আমরা যদি বিশ্ব প্রেমের বক্তৃতা করি তবে সে বক্তৃতায় মানুষের মনের অন্তঃস্তূপে সত্যিকারের মানুষটী যেখানে রয়েছে তাকে স্পর্শ কর্ত্তে পারবে না। সেই খানেই কোন মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারীর বাণীর সঙ্গে সাধারণ লোকের কথার পার্থক্য। এই মহামানবের জীবন থেকে—আজকের দিনে যাঁকে স্মরণ কর্ব্বার সৌভাগ্য আমরা লাভ করেছি তাঁর জীবন থেকে, এইটি আমরা আবার নূতন করে আজ শিখে নেই যে, নিজের জীবনে মনুষ্যত্বকে অর্জ্জন করাই সবচেয়ে আগের কথা। তার পরে আর সব।

তাঁর জীবন আলোচনা কর্লে কয়েকটী বিশিষ্টতা আমরা দেখতে পাই—বুদ্ধ যেমন রাজার ছেলে হয়েও জগতের দুঃখ দূর করবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগী হয়ে ভিখারী সেজেছিলেন, হজরত মোহাম্মদও তেম্নি অনায়াস লব্ধ কায়িক আরামকে স্বেচ্ছা দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। যেখানে তিনি ইচ্ছা কর্লেই রাজার হালে থাক্তে পারতেন, সেখানে তিনি নিজের হাতে দুধ দুয়ে, জুতো সেলাই করে, গৃহকর্ম্মে পত্নীকে সাহায্য করে, সর্ব্বপ্রকার বিলাস ব্যসনকে বর্জ্জন করে, নিজ জীবনের আদর্শকে জগতের সামনে ধরেছেন—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"।

বর্ত্তমান বিলাস ব্যসন প্রভাবান্বিত যুগে, এই আদর্শ যদি এতটুকুও আমরা নিতে পারি—যদি এতটুকুও আমরা বুঝতে পারি যে কায়িক পরিশ্রম—সে যেমনই হোক্, ছোট নয়, অসম্মান-কর নয়, বরং সম্মানের, তবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে আজ আবার আশার আলো জ্বলে উঠবে, নিরানন্দ গৃহে আনন্দের সাড়া জাগবে, স্বার্থের কাঠিন্য কোথাও আর থাকবে না, স্নেহের সরসতায় দরিদ্রের জীবনও স্নিগ্ধ হবে।

মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে তিনি ধর্ম্ম থেকে আলাদা করেন নি—সংসারের ছোট খাট জিনিষকে তিনি দূরে রাখেন নি বরং বড় করে দেখিয়েছেন। তাঁর বাণীর ইংরাজী অনুবাদ এক জায়গায় পড়ছিলুম, তিনি এক জায়গায় বলেছেন 'নামাজের সময় আমি যদি কোন ছেলের কান্না শুনি তবে নামাজকে আমি সংক্ষেপ করে দেই"। এ কত বড় কথা! মানুষকে এখানে তিনি কত বড় করে দেখিয়েছেন—ঐ শিশুর ব্যথা যদি আমরা না বুঝি, ঐ মাকে যদি তার ঈশ্বরদত্ত কর্ত্তব্য পালনের অবসর না দি তবে কিসের আমাদের উপাসনা? সে উপাসনা কি ভগবান গ্রহণ কোরবেন, না উপাসনা আমাদের মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে সহায় হবে, আমাদের সাধনার সহায় হবে? নারীকে তিনি কত বড় সম্মান দিয়েছিলেন, তার প্রয়োজন, তার ব্যথা তিনি কত আপনার করে দেখেছিলেন, নারী হয়ে সে কথা ভাব্তে আজ কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে যায়! আইনের মার প্যাঁচ আমি কখনো বুঝবার চেষ্টা করিনি তবে যেটুকু বুঝতে পারি—মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগের মধ্যে নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, পতির মৃত্যুতে সন্তানহীনাকে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না; বিবাহ কালেই—প্রথমেই স্বামীকে কিছু টাকা বা সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দিতে হয়। এখানে আমি অন্যান্য সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের নিয়ম কানুনের তুলনা করছি না—শুধু এই সব আইন থেকে বোঝা যায় যে কত বড় ছিল তাঁর মানব প্রেম, সেইটুকুই বোলতে চাইছি আমি এখানে। নারী স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, উচ্ছৃঙ্খল সমাজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবল পুরুষ যেন ইচ্ছা কর্লেই তাকে পীড়ন কর্ত্তে না পারে, দুর্ব্বল বলেই নারী যেন লাঞ্ছিত না

হয়—মানব সমাজে তারও যে একটু বিশিষ্ট স্থান আছে—মানুষ হিসাবে, সে যে শুধু প্রয়োজনের সামগ্রী নয়, এইটিই যেন তিনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এই সব আইনের ভিতর দিয়ে, তাঁর মহামূল্য বাণীর ভিতর দিয়ে। সে কত কালের কথা, আজকের সভ্য সমাজে নারী যখন নিজের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে, লড়াই করে হলেও নিজের অধিকারকে বেছে নিতে শিখেছে, আজ সেদিনের নারীর স্থান কল্পনা কর্ত্তে হলে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে, সেদিনের সমাজ, সেদিনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব বুঝতে হবে।

তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম এক মহাসাম্যের ধর্ম্ম। মস্‌জিদে যখন আজান ওঠে, রাজা ও পথের ভিক্ষারী যখন পাশাপাশি নতজানু হয়ে উপাসনায় যোগদান করে, যখন সমস্বরে বলে "একমাত্র ভগবানই বড়—মহান্, আর সব সমান," তখনকার সে দৃশ্যের তুলনা হয় না। এমন কি পাষান কেউ আছে সে দৃশ্য দেখে যার প্রাণ গলে না? তাঁর অনাড়ম্বর জীবন, তাঁর ত্যাগ, অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা, বন্ধুপ্রীতি ভক্তগণের প্রতি সুগভীর প্রেম, অকুতোভয় নির্ভীকতা, অবিচলিত বিশ্বাস,—ভগবানে ও তাঁর স্ব-প্রচারিত ধর্ম্মে, এর যে কোনটী আলোচনা কর্ত্তে গেলেই এক একটী প্রবন্ধ হয়ে ওঠে! সে মহান্ জীবনের প্রত্যেকটী দিক্ যেন এক একটী বিরাট শিক্ষালয়। কোরান পড়বার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি, ইংরাজী অনুবাদ এখানে সেখানে যা একটু আধটু পড়েছি তাতেই মুগ্ধ হয়েছি! আমার কখনো লিখে বলবার অভ্যাস নেই, কিন্তু আরো অনেক বক্তা রয়েছেন পাছে আমি উৎসাহিত হয়ে বেশী সময় নিয়ে ফেলি সেই ভয়ে আমার এ প্রচেষ্টা। তাঁর জীবনের দু একটী দিক্ নিয়ে দুচারটী কথা আমার প্রাণে যে ভাবে স্পর্শ করেছে সেই ভাবেই বোলতে চেষ্টা করেছি। একথা উল্লেখ করাই বাহুল্য যে আজকের বিষয় বস্তু নিয়ে কোন আলোচনা কর্ব্বার যোগ্যতা আমার নেই, সে বিষয় নিয়ে বিনয় প্রকাশ করেও আপনাদের সময় আমি নষ্ট কোরবো না, বা ধৈর্য্য পরীক্ষা কোরবো না। ভূতপূর্ব্ব বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রদ্ধেয় খানবাহাদুর আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ না রেখে আমি পারি না, তাছাড়া আমার মনে হয়, যে যুগ প্রবর্ত্তকের পবিত্র নামের আহ্বানে আমরা সকলে আজ সমবেত হয়েছি, তিনি নিত্যকালের অমূল্যধন, তিনি আমাদের সকলের আপনার, তিনি শুধু গণ্ডীবদ্ধ কোন এক সম্প্রদায়ের নয়—হতে পারেন না। বিরাট আকাশকে গণ্ডীবদ্ধ কর্ত্তে যাওয়া যদি হাসির ব্যাপার হয়, তবে এই মহান্ জীবনকে গণ্ডীবদ্ধ কর্ত্তে যাওয়া তার চেয়েও বেশী বাতুলতা। এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বমানব, বিরাট বিশ্বপ্রেমেরই যেন এক একটী লীলা। এঁদের জীবন, এঁদের বাণী অমর হয়ে রয়েছে চিরদিন—চিরদিন থাকবে। আজ আমরা এখানে এসে হজরত মোহাম্মদকে সম্মান দেখাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাকে আমাদের আপনার করে ভাববার সুযোগ পেয়েছি, এতে আমাদের পরম কল্যাণ সাধিত হয়েছে। যতই আমরা এম্নি করে পরস্পর মেলামেশা করবার, ভাবের আদান প্রদান করবার, পরস্পরকে বুঝবার সুযোগ পাব, ততই আমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে, আমাদের ভাগবত জীবন সুষ্ঠু হয়ে গড়ে উঠ্‌বে, ততই আমরা বুঝতে পারবে আমরা এক মানবজাতি—ভেদ শুধু ভ্রান্তি মাত্র। আজ হজরত মোহাম্মদকে স্মরণ করে আমরা বিভিন্ন যুগের সকল ধর্ম্মগুরুকে স্মরণ করেছি—সেই অজানাকালের ঋষিদের থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আরো যাঁরা এসেছেন যুগে যুগে মানুষকে আলো দর্ত্তে, তাঁদের সকলকেই সম্মান প্রদর্শন করেছি—তাঁরা যে সব এক, সেই একই মহাশক্তির খেলা!

আজ পুণ্যদিন পুণ্য পবিত্র ভাব শুধু আজ আমাদের অন্তরে জেগে উঠুক, এ জাগরণ অক্ষয় হোক্, আমাদের সকলের জীবনে মহামিলনের সুর বেজে উঠুক! যাঁর আবির্ভাব একটি বিশৃঙ্খল, সদসৎ বিচার-শূণ্য, হীনবুদ্ধি, 'জোর যার মুল্লুক তার' এই ভাব সম্পন্ন জাতিকে অল্পদিনেই একতাবদ্ধ করে এক শক্তিধর ধার্ম্মিক জাতিতে পরিণত করেছিল, আজ—তাঁর নামে আহুত এই সভা, তাঁর পবিত্র কাহিনীর স্মরণ, আলোচনা, আমাদের বর্ত্তমান ছিন্ন ভিন্ন জাতিকে সাহায্য করুক! সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা থেকে, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করুক! আমাদের সকলের জীবনে মহামিলনের সুর বেজে উঠুক! সেই পরম পিতার আশীর্ব্বাদ আমাদের সকলের মস্তকে বর্ষিত হোক্! আজকের এই শুভ মুহুর্ত্ত অনন্ত সাফল্য মণ্ডিত হোক্!

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

ইটালী—খোদাতা'লার ফজলে ইটালীতে আমাদের মিশন দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। ইদানিং তথায় Massimo Lacchethi নামক জনৈক বণিক পবিত্র সেলসেলায় দীক্ষিত হইয়া হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র খেদমতে এক হৃদয়গ্রাহী পত্র লিখিয়াছেন। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নিম্নে পত্রটির অনুবাদ প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছেন :—

মহামান্য আমীরুল মোমেমীন!

আমার প্রিয় বন্ধু মিঃ গোডাস্কো আন্‌ওয়ার আমাকে আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘের মিশনারী মহোদয়ের নিকট পরিচয় করিয়া দেন। উক্ত মিশনারী মহোদয় হইতে আমি ইসলামের উৎকৃষ্ট শিক্ষা এবং আহ্‌মদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে অবগত হইয়া অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হই এবং আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘে যোগদান করিবার জন্য এক প্রবল প্রেরণা অনুভব করি।

আমি অদ্য সর্ব্বান্তঃকরণে ইসলামের যাবতীয় আদেশ নিষেধ পালন করিয়া চলিবার জন্য এবং আমার আত্মীয় স্বজনের নিকট ইসলামের সুসমাচার পৌছাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। আমি আপনার যাবতীয় আদেশ পালন করিব এবং আপনার আদেশমত ইসলাম প্রচারের জন্য জগতের যে কোন স্থানে যাইতে প্রস্তুত থাকিব। সকল আহমদিগণকেই আমি ভ্রাতৃস্বরূপ জ্ঞান করিব এবং এই ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধকে অধিকতর ঘনিষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিব।

আমি একজন ব্যবসায়ী। ইতিপূর্ব্বে আমি একজন রোমান কেথলিক ছিলাম। আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি প্রার্থনা করিবেন, যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমার যাবতীয় দুর্ব্বলতা দূরীভূত করিয়া দেন। আমার মাননীয় বন্ধু রোমের আহ্‌মদীয়া মিশনারী মহোদয়ের সাহচর্য্য আমার মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে এবং তাঁহার একটি উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া আমি অদ্য ইসলামের সত্যতা দিবলোকের উজ্জলতার ন্যায় প্রকাশ্যরূপে দেখিতে পাইতেছি। গতরাত্রে আমি একটী স্বপ্ন দেখি যে, অতি সুন্দর ও শ্বেত বসন পরিহিত এক পবিত্র আকৃতি আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "যদি তুমি সত্য ধর্ম্মের ও খোদা লাভের পথের অনুসন্ধিৎসু হইয়া থাক তবে আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘে যোগদান কর—ইঁহারা প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সেবক।" আমি আরো প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সেই পবিত্র আকৃতি এই বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর, অদ্য আপনার ফটো দর্শন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং আমার চক্ষু আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইল, কারণ, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এই আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিই বিগত রাত্রি আমাকে স্বপ্নযোগে সেই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

সদয় প্রভো! আহমদীয়া সঙ্ঘের নায়ক! অদ্য আমি আপনার সৈন্য বাহিনীতে একজন বিনীত সেবকরূপে প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছি; আমাকে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত প্রার্থী—মেসিমো লাচেটী

পুনর্লিপি—যেহেতু খোদাতা'লা আমাকে সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন সেজন্য আমি আমার ইসলামী নাম 'সাদেক' রাখিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

মালয়—মালয় উপদ্বীপেও খোদাতা'লার ফজলে আমাদের সেল্‌সেলা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। তথাকার প্রচারক মাননীয় ভ্রাতা মৌলবী গোলাম হুসেন আইয়াজ সাহেব ইদানিং সিঙ্গাপুর হইতে প্রায় তিন শত মাইল ব্যবধান সালাঙ্গুর নামীয় এক দেশীয় রাজ্যে তবলীগের উদ্দেশ্যে গমন করেন। কোলালাম্পার ও কালাঙ্গ নামীয় উক্ত রাজ্যের দুইটি প্রধান সহরে তিনি প্রায় সপ্তাহাধিক কাল অবস্থান করেন। কালাঙ্গ উক্ত রাজ্যের রাজধানী এবং কোলালাম্পার উক্ত রাজ্যের একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। কোলালাম্পারে এক দিবস এবং কালাঙ্গে প্রায় সপ্তাহ কাল থাকিয়া তিনি তবলীগ করেন। খোদাতা'লার ফজলে তাঁহার এই তবলীগের ফলে কালাঙ্গ নগরে পাঁচ জন লোক পবিত্র সেলসেলায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত সিঙ্গাপুরেও একজন বয়েত করিয়াছেন, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌। ইঁহাদের মধ্যে একজন হাফেজ। তাঁহার নাম আবদুর রাজ্জাক; তিনি একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোক। বন্ধুগণ! এই সকল নবদীক্ষিত ভ্রাতাগণের এস্তেকামাতের জন্য দোয়া করিবেন।

আমাদের প্রচারক ভ্রাতা এই তবলীগী টুরে প্রায় সতর দিবস ব্যাপিয়া মালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে টুর করেন। এই টুরে তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, মালয়বাসিগণ অতি মিলনপ্রিয় ও অতি ভদ্র স্বভাবের লোক। অবশ্য শিক্ষার অভাবে সাধারণভাবে দেশের মধ্যে অজ্ঞতা বিরাজ করে এবং দারিদ্র ও বেকারীর সমস্যাও খুব উৎকট হইয়া দাড়াইয়াছে। ব্যবসার প্রতিও তাহারা খুব বিমুখ বটে। ভারতবাসীদের প্রতি তাহাদের একটা সাধারণ ঘৃণার ভাব রহিয়াছে; কারণ সাধারণতঃ যে সকল ভারতবাসী তাহাদের দেশে গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই অতি হীন প্রকৃতির লোক এবং তথায় অতি কদাচার ও কুনীতির পরিচয় দিয়াছে। তথায় আমাদের সিলসিলার যখন প্রচার আরম্ভ হয় তখন এই ভারতবাসিগণই কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করে। তথাকার স্থায়ী অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কোন বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, বরং উদসীনতাই প্রকাশ করিয়াছে। যাহা হউক, ইদানিং মালয়বাসিগণও বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদের প্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহে আমাদের বিরুদ্ধে রীতিমত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের প্রচারক ভ্রাতাও খুব তৎপরতার সহিত তাহাদের জওয়াব দিতেছেন। এ পর্য্যন্ত দশ নম্বর জওয়াব তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। খোদা চাহেত এই মোখালেফাতের ফল ভালই হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যে মালয়বাসিগণ এতদিন সিল্‌সিলার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহারা শৈথিল্য পরিহার করিয়া বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহাদের এই বিরুদ্ধাচরণে আহ্‌মদীয়তের বাণী দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা এই মোখালেফাতের অতি সুফল উৎপাদন করেন—আমীন।

জাপান—গত নবেম্বর সংখ্যা আহ্‌মদীতে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আমাদের জাপানের প্রচারক মাননীয় ভ্রাতা সুফি আবদুল কদির সাহেব বি, এ, তথাকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন। বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, খোদাতা'লার ফজলে বন্দী করার অল্প কয় দিন পরেই জাপান গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নির্দ্দোষ পাইয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

খোদাতা'লার পথে সত্যের সেবকদের জীবনে এরূপ কত বিপদ আপদ আসে; কিন্তু মোমেন তাহা প্রফুল্লচিত্তে বরণ করিয়া নেয় এবং বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সত্যের প্রচারে অধিকতর উৎসাহের সহিত অগ্রসর হয়। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই ভ্রাতাকেও অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইবার তৌফিক দেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপথকে নিরাপদ করিয়া দেন এবং যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি তথায় প্রেরিত হইয়াছেন সেই উদ্দেশ্য যেন সাধন করিয়া আসিতে পারেন—আমীন।

দেশীয় সংবাদ

কাদিয়ান শরীফ—হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ সানি (আইঃ) ও হজরত উম্মোল মোমেনীন উভয়ই প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়েন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের স্বাস্থ্য কায়েম রাখেন।

বর্ত্তমান মাসের ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে তারিখ কাদিয়ান শরিফে **বিশ্ব আহ্‌মদীয়া কনফারেন্স** মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র লোক হজরত খলিফাতুল মসিহর (আইঃ) বাণী ও অন্যান্য সুবিজ্ঞ বক্তাগণের সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণার্থ উক্ত কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়া থাকেন। ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ এ বৎসরও তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক এই মহা মিলনানুষ্ঠানে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। খোদাতা'লা এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে কামইয়াব ও মোবারক করুন—আমীন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর খানবাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেব বিগত সম্পূর্ণ রমজান মাস কাদিয়ান শরীফে অবস্থান করেন। তথায় থাকিয়াও তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বিভিন্ন জরুরী কার্য্য চিঠি পত্রাদির যোগে সম্পন্ন করিয়াছেন, জেজাহুমুল্লাহ্‌ আহ্‌সানুল্‌ জেজা। অতঃপর বিগত ৮ই ডিসেম্বর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায় Convention of Religionsএ 'আহমদীয়ত' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃত প্রদান করেন। উক্ত সম্মিলনীর কার্য্য সমাধা করিয়া আরো চারি পাঁচ দিবস তিনি কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং তথাকার সিটি আঞ্জোমনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বন্ধুগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, ইদানিং কলিকাতা আঞ্জোমনের ভূতপূর্ব্ব আমীর হাকীম আবু তাহের মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব পরলোক গত হওয়ায় হজরত খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) তাঁহাকে কলিকাতা আঞ্জোমনেরও

আমীর পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। খোদাতা'লা ইহা তাঁহার নিজের জন্য, আমাদের প্রাদেশিক আঞ্জোমনের জন্য এবং কলিকাতা আঞ্জোমনের জন্য মোবারক করুন—আমীন। অতঃপর তিনি কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পৌছেন। ঢাকায় দুই দিবস অবস্থান করিয়া প্রাদেশিক আঞ্জোমন সংক্রান্ত কতিপয় জরুরী কার্য্য সমাধা করিয়া পুনঃ ১৮ই ডিসেম্বর তিনি সালানা জলসায় যোগদান করিবার জন্য কাদিয়ান রওয়ানা হন। জলসার কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি খোদা চাহেত আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। খোদাতা'লা তাঁহার এই অক্লান্ত পরিশ্রমকে সেলসেলার জন্য 'বা-বরকত' করুন এবং তাঁহাকে তাঁহার এই আত্ম-ত্যাগের উত্তম 'জাজা' দিন—আমীন।

প্রচার কার্য্য—সদর আঞ্জেমেনে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব বিগত রমজান মাসে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া টাউন, দেবগ্রাম-খরমপুর-ক্রোড়া ও তারুয়া এই তিনটি আঞ্জোমনে দশ দশ দিন করিয়া পবিত্র কোরান শরীফের 'দর্‌স' দিয়াছেন। খোদাতা'লা তাঁহার এই কার্য্যের উত্তম ফল প্রদান করুন—আমীন। বর্ত্তমানে তিনি বাজিতপুরে তবলীগ কার্য্যে নিয়োজিত আছেন।

সদর আঞ্জোমনের অন্যতম মোবাল্লেগ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, ডিসেম্বর মাসে টুরে বাহির হইতে পারেন নাই। হজরত আমীর সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে প্রাদেশিক আঞ্জোমনের চার্জ্জে থাকিয়া সংগঠনমূলক কার্য্য সমাধা করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি **দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যও** সমাধা করিতেছেন এবং বহু নরনারী তাহা হইতে ঔষধ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতেছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী আজিজুদ্দীন সাহেব ও মৌলবী সাইদ আহমদ সাহেব যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ ও কৃষ্ণনগরে থাকিয়া উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহাদের কার্য্যের উত্তম ফল প্রদান করুন—আমীন।

প্রাপ্তি সংবাদ

বর্ত্তমান মাসে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সকল বন্ধুদের নিকট হইতে আহ্‌মদীর চাঁদা পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল। জাজা হুমুল্লাহ্‌ আহ্‌সানুল জাজা।

মৌলবী এস্‌, কে, গোলাম গাউস সাহেব,
রিটায়ার্ড পোষ্টেল ইন্‌স্‌পেক্টর, কটক, উড়িষ্যা;
মৌলবী এস্‌ রাহমান সাহেব, জলপাইগুড়ী;
মৌলবী এস্‌ কে, বখ্‌স্‌ সাহেব, কলিকাতা।

The Sun-Rise

An Organ of Muslim Religious, Social and Political Thought.

Annual Subscription :—Rs. 4/-

Special Concession Price for the Non-Muslims & Non-Ahmadees of Bengal.

For one year—Rs. 1/8/-

—To be paid in Advance—

Apply to the Manager, **15, Bakshi Bazar Road, Dacca.**

প্রোগ্রাম

বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স, কাদিয়ান

২৬শে ডিসেম্বর—১ম অধিবেশন—৯-৩০টা হইতে ১টা

১। কোরান শরীফ পাঠ ... ১৫ মিনিট
২। অভিভাষণ—হজরত আমীরুল্‌ মোমেনীন খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ (আইঃ) ... ৩০ ,,
৩। কবিতা পাঠ ... ... ১৫ ,,
৪। 'জেক্‌রে হাবীব' (হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর আলোচনা) —হজরত মুফ্‌তি মোহাম্মদ সাদেক ডি, ডি, এল্‌, এল্‌, ডি, ... ৩০ ,,
৫। আল্লাহ্‌তা'লার দয়া গুণ ও দুঃখ দৈন্যের তাৎপর্য্য—প্রফেসার কাজী মোহাম্মদ আস্‌লাম সাহেব, এম, এ, ... ৪৫ ,,
৬। "খত্‌মে নবুওত" সম্বন্ধে গয়ের-আহ্‌মদী ওলামাদের এতেরাজাতের জওয়াব—মৌলবী গোলাম আহমদ সাহেব মোজাহেদ, প্রফেসার, জামেয়া আহ্‌মদীয়া ... ... ৩০ ,,
৭। লিখিত তবলীগ—মৌলবী আব্দুল মগনী খান, নাজের দাওয়াত-ও-তবলীগ ... ৪৫ ,,

নামাজ—জুহর ও আসর—২য় অধিবেশন—২টা হইতে ৫টা

১। কোরাণ শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ৩০ ,,
২। ভারতের বাহিরে আহ্‌মদীয়া মিশনের অবস্থা —মৌলবী আবদুর রহীম সাহেব নাইয়ার, ভূতপূর্ব্ব আফ্রিকার মিশনারী ... ৪৫ ,,
৩। আঁ-হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের বিশিষ্টতা— মৌলবী ছৈয়দ জয়নাল আবেদীন অলি উল্লাহ্‌ শাহ্‌ সাহেব, নাজের উমুরে-আম্মা ... ৪৫ ,,

২৭শে ডিসেম্বর—প্রথম অধিবেশন—৯-৩০ হইতে ১টা

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ৩০ মিনিট
২। পেস্‌রে মাউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী—মালেক আবদুর রহমান খাদেম সাহেব বি-এ, এল্‌-এল্‌-বি, ... ৪৫ ,,
৩। শিখ ধর্ম্মের ইতিহাস—চৌধুরী ফতেহ্‌ মোহাম্মদ সাইয়াল, সাহেব এম-এ, নাজের-আলা ৪৫ মিনিট
৪। একটি জরুরী আবেদন—অনারেবল্‌ ডাঃ চৌধুরী সার জাফর উল্লাহ্‌ খাঁন সাহেব ... ৩০ ,,
৫। আঁ-হজরতের (সাঃ) জ্ঞান—আল্লামা মৌলবী গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী, আহ্‌মদীয়া মিশনারী ... ... ১ ঘণ্টা

নামাজ—জুহর ও আসর—২য় অধিবেশন—২টা হইতে

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ৩০ মিনিট
২। হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) বক্তৃতা ... ২—৩০ হইতে আরম্ভ

২৮শে ডিসেম্বর—১ম অধিবেশন—৯-১৫ হইতে ১টা

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ৩০ ,,
২। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি ইমান আনিবার আবশ্যকতা—মৌলবী আব্দুল গফুর সাহেব, মৌলবী ফাজেল, আহ্‌মদীয়া মিশনারী ৪৫ ,,
৩। ইসলামী খেলাফতের প্রকৃত তত্ত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা—আধ্যাত্মিক খলিফা কি কখনো পদচ্যুত হইতে পারেন—মৌলবী আবুল আতা আল্লাদাতা সাহেব জালান্ধরী, ভূতপূর্ব্ব আরবের মিশনারী ... ৩০ ,,
৪। 'পয়ামে ওফা'—হজরত শেখ ইয়াকুব আলী এরফানী সাহেব, এডিটর, আল্‌হেকম ৩০ ,,
৫। জাহান্নামের আজাব (নরকের শাস্তি) কি চিরস্থায়ী? হজরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ারশাহ্‌ সাহেব, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহ্‌মদীয়া ... ... ৩০ ,,

নামাজ—জুহর ও আসর—২য় অধিবেশন—২টা হইতে

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ ... ৩০ ,,
২। হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ সানির (আইঃ) বক্তৃতা ২—৩০ হইতে আরম্ভ

উক্ত তিন দিবস মহিলাদিগেরও তদ্রূপ কনফারেন্স হইবে; তাহাতে হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) ও অন্যান্য বহু সুবিজ্ঞ ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

ডিসেম্বর, ১৯৩৭ | সপ্তম বর্ষ | দ্বাদশ সংখ্যা

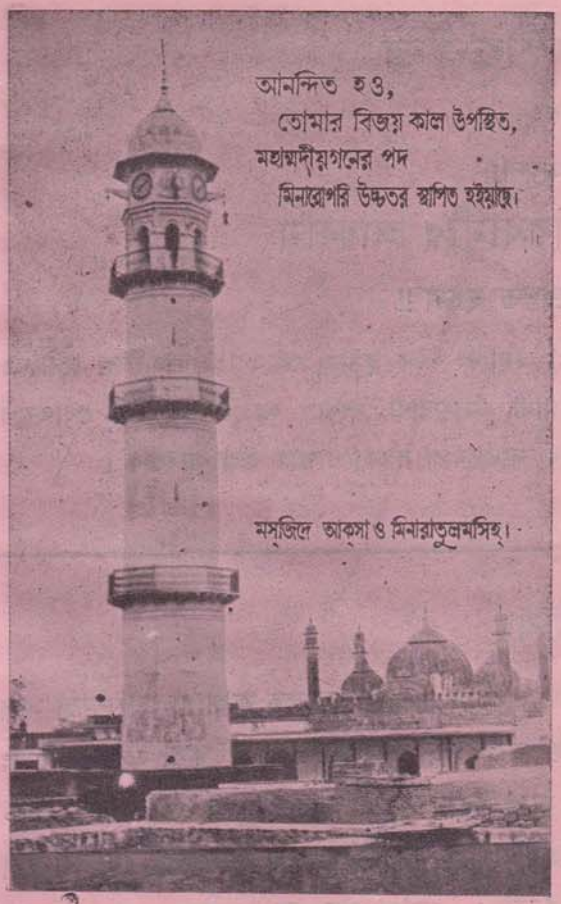

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে সেই বিজয় লাভ করিবে, এবং যে অমান্য করিবে সেই পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ১৷৷০ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১। দোয়া ৩১৭

২। হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) আদেশ ৩১৮

৩। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) অমৃতবাণী ৩১৯

৪। হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ আওয়ালের (রাঃ) কয়েকটি উক্তি ৩২০

৫। সত্যের প্রভাব—হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পুণ্যময় জীবনের কপিতয় ঘটনা ... ৩২১—৩১

৬। বিজয় লাভের জন্য একমাত্র প্রয়োজন আল্লাহ্‌তা'লার 'ফজল' বা অনুগ্রহ লাভ—আল্লাহ্‌তা'লার 'ফজল' লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হও ... ২৩২—৩৫

৭। মহানবী হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) দান ৩৩৬—৩৮

৮। জগৎ আমাদের :— ৩৩৯—৪২
বিদেশীয় সংবাদ :—ইটালী, মালয়, জাপান।
দেশীয় সংবাদ :—কাদিয়ান শরীফ, প্রাদেশিক আমীর, প্রচার কার্য্য, প্রাপ্তি সংবাদ, বিশ্ব আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্সের প্রোগ্রাম।

তাহ্‌রিক জদীদের

দ্বিতীয় পর্য্যায়

সপ্ত বর্ষে সমাপ্য

আর্থিক ও শারীরিক কোরবানীর আহ্বান

বন্ধুগণ প্রস্তুত হওন! প্রস্তুত হওন!!

হজরত আমীরুল্‌-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ (আইঃ) ইদানিং এক জুমার খোৎবায় তাহ্‌রিক জদীদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের স্কিম পেশ করিয়াছেন। ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী জানুয়ারী সংখ্যা আহ্‌মদীতে এই খোৎবার অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। সকল বন্ধুগণের এই খোৎবা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

'আহ্‌মদীর' গ্রাহক গ্রাহিকাগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, খোদা চাহেত আগামী জানুয়ারী মাস হইতে 'আহ্‌মদীর' কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ইহাকে ২৪ পৃষ্ঠা স্থলে ৪৮ পৃষ্ঠায় পরিণত করা হইবে এবং শীঘ্রই ইহাকে পাক্ষিক করিবারও প্রস্তাব আছে। সে মতে ইহার চাঁদার হার বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক ১৷৷০ টাকা স্থলে ৩৲ টাকা করা হইয়াছে। অতএব গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা আগামী ১৯৩৮ ইং সনের চাঁদা বার্ষিক ৩৲ টাকা হারে পাঠাইবেন। ম্যানেজার, আহ্‌মদী

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ... এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা :—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ	পৃষ্ঠা মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ	" "	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৩০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as.*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৫১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৫১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৫৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari, Dacca. (Bengal).

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী